বিজন গ্রাম
ও
সন্ন্যাসী
(প্রাচীন কাব্য)
প্রণেতা—
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিজন গ্রাম

ও

সন্ন্যাসী

(প্রাচীন কাব্য)

প্রণেতা—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রকাশকঃ—
ত্রিদণ্ডী শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য)
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর
২৯ গোবিন্দ, ৫২১ শ্রীগৌরাব্দ
৭ চৈত্র, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
২১ মার্চ, ২০০৮ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থবিভাগ
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ--শ্রীমায়াপুর
জেলা--নদীয়া, পঃ বঃ। পিনঃ--৭৪১৩১৩
☏(০৩৪৭২) ২৪৫২১৬, ২৪৫১৩৭

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট
৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা-২৬
☏(০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভিক্ষাঃ—১০ টাকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিজন গ্রাম

(১)

সুমধুর ধ্বনি কিবা পশিলা শ্রবণে!
শুনিয়া সে গ্রাম-নাম (*) আজি, আহা! মনে
আনন্দ-লহরি প্রবাহিলা মন্দগতি,
উত্তপ্ত বালুকোপরি যেন স্রোতস্বতী
মলয় পবন বহে। সুখ-পুরি, হায়!
শুনিয়া তোমার নাম অন্তর জুড়ায়!
কতদিন পরে শুনি সে-স্থানের নাম,
যথায় এ ক্ষুদ্র জীব আসি' এই ধাম
প্রবেশিলা কলেবরে---মন আঁখিদ্বয়
জগতের চক্ষুসহ করিলা প্রণয়
অগ্রে। হায়! অকস্মাৎ শুনিয়া সে-স্বর
মধুমাখা, শিহরিলা আমার অন্তর !!

(২)

কহ, ওগো সরস্বতি! কিরূপে এ দেশ
হারাইলা সুখ সব? অসুখ অশেষ
এবে বিস্তারিয়া পক্ষ অতি ভয়ঙ্কর,
কি-কারণে আচ্ছাদিলা সুখ-দিনকর?
দুঃখের কাহিনী সব করহ বর্ণন,
কাঁদুক শুনিয়া যত বঙ্গবাসিগণ।
তুমি বিনা কেবা পারে করিতে স্মরণ
অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সব,---পূর্ব্ব বিবরণ?
ভ্রমে যাহা স্মৃতি-রূপা, যেন অনাথিনী
ভ্রমিতেছে দেশ ছাড়ি' সদা বিদেশিনী
হারাইয়া নিজবাস। এই ত্রিভুবনে
তুমি বিনা জানে কেবা, পূর্ব্বে কি কারণে
মনোহর নদী-কূলে রাখে সদাগর (§)
পরিমাণ শিলাখণ্ড---সুন্দর প্রস্তর!
শোভিতে বট-বিটপী? সিন্দূরে মণ্ডিয়া
আহা! কি সুন্দর শোভা! রাখিলা লইয়া
তাহা বেদির উপরে জনপদবাসি-
গণ পূজিতে দেবীরে (†) বর-অভিলাষী।

(৩)

কত দিন পরে আজ দেখিলাম মুখ
তব, শোকের তিমিরে ঢাকা, দেখে দুখ-
নদী উছলি' বহিলা, যুগল নয়ন-
দ্বারে, বক্ষ ভাসি' ভূমে হইলা পতন;
দেখি তব দুরবস্থা হইলা পতন।
দেখি' তব দুরবস্থা হইল জাগ্রত
আমার অন্তরে পুনঃ বাল্যভাব যত,
যাহা অন্তরেতে গাঁথা ছিল এতদিন
প্রবাল-শৃঙ্খল যেন আলোক-বিহীন,
অগাধ-সলিল পূর্ব্বসাগর-ভিতরে
লুক্কায়িত থাকে সদা। এতদিন পরে
দেখিয়া, জননি, পুনঃ, মলিন বদন
তব, ভাব-সমুদয় উদিলা এখন
যেন চিত্রপট এক মমানস-আধারে;
শোকানন্দ মিলিলেক মনে একেবারে।।

---

* নবদ্বীপ জেলার অন্তর্গত উলা-নামক গ্রাম।

§ শ্রীমন্ত সদাগর। † উলাচণ্ডী।

(৪)

মনে পড়ে জননি গো! সে-স্থান তোমার
সায়ংকালে যথা বসি' সে পাঠানে (✻) সার-
কথা জিজ্ঞাসিনু বাল্যে! জিজ্ঞাসিনু তারে,--
পার যদি বল, কেবা কর্ত্তা এ সংসারে?
অম্লান-বদনে সেই কহিল তখন,--
একমাত্র 'খোদা' সার, নহে অন্য জন
এ জগতে। সেই খোদা দেখি' অন্ধকার
জলময়, নিজ দেহ হৈতে তবে তাঁর
সংগ্রহ করিয়া মলা, সলিলে ফেলিল।
অসীম হইয়া মলা বাড়িয়া উঠিল
রুটি প্রায়। খোদা তাহা দ্বিভাগ করিল,--
এক ত হইল পৃথ্বী আর স্বর্গলোক।
সূর্য্য নিরমিল দিতে জগতে আলোক;
পশু-পক্ষী-নর আদি করিয়া সৃজন,
স্বর্গে রহিলেন 'খোদা' অপূর্ব্ব-দর্শন
জগৎপতি। এই কথা শুনিয়া আমার,
বালবুদ্ধি-নিবন্ধন হইল বিচার,--
কেমনে পাঠান এ পাইল এত জ্ঞান?
অবশ্য ঈশ্বর-কৃপা তাহার নিদান।
কিছুদিনে তারে জিজ্ঞাসিনু আর বার,--
বল দেখি, নির্ম্মল কে, জল--অন্ধকার?
সে-কথায় সে পাঠান সুন্দর উত্তর
দিতে না পারিল, শ্রদ্ধা হইল অন্তর।।

(৫)

মানস-নয়ন মম, দেখে অবিকল,
আহা!--শৈশব সময়ে, যে সুখসকল
করিয়াছি ভোগ আমি। সুখ-অভিলাষী
ওগো, জননী আমার যবে, মৃদুভাষী
সহোদরগণ মম,---এখন কোথায়,
হায়! রহিলে সকলে? ডাকিত আমায়
খেলা করিবার তরে। কত ব্যস্ত হ'য়ে
আমি যাইতাম তবে, ভাইগণে ল'য়ে,
খেলিতে উদ্যান-মাঝে, যখন জননী
মম ডাকিতেন সবে, দেখি' দিনমণি
প্রখর মস্তকোপরে, করিতে ভোজন,
কত ব্যস্ত করিতাম গৃহে আগমন।
কিছুদিন পরে তার, গুরুর (❖) নিকটে
শিখিতে যাইয়া পাঠ, পড়িয়া সঙ্কটে
ভাবিতাম সেইকালে,---কতকাল পর
উদ্ধার হইব আমি বিপদ-সাগর।
এবে সে বিপদ-জাল কত মিষ্ট, হায়!
সংসারে পড়িয়া ভাবি, অনাথের প্রায়।।

(৬)

মনে পড়ে জননী! সে গোপ-মহিলাকে (◆)
শিশুকালে মাতৃস্নেহে যে পালে আমাকে,
'নূতন মানুষ' আখ্যা দিলা মাতামহ (●)
যারে? ছাড়ি' কন্যা-গৃহ-সুখ সহ,
হৈল আমাদের ধাত্রী। সকল ভুলিব,
অকৃত্রিম স্নেহ তাহ ভুলিতে নারিব।
আলস্যে জননী যবে উদাসীন ছিল
শিশু-প্রতি; স্বীয় স্তন্য দিয়া সে পালিল
মমাগ্রজে, মদনুজে, আর মোরে ল'য়ে
বেড়াইত ধাত্রী মম ফুল্ল-মনা হ'য়ে

✻ গোলাম খাঁ।

❖ কার্ত্তিক সরকার ও যদু সরকার।

◆ শিবসুন্দরীনাম্নী পরিচারিকা।

● পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী।

অহরহ। অন্য ধাত্রী-করে দিয়া ভার
কখন নিশ্চিন্ত মন না হতো তাহার;
নিজের আহার-নিদ্রা অতি তুচ্ছ করি',
থাকিত সতত সেই মোরে অঙ্কে ধরি'।
আহা! সে জননী-প্রায়া সুধাত্রী আমার,
এখন থাকিলে সেবা করিতাম তার।
হায়! যবে শক্তিহীন ছিল এই জন,
তখন তাহার দেহ হইল পতন!!

(৭)

মনে পড়ে জননী গো! অপূর্ব্ব কাহিনী--
তব শারদীয়া পূজা। সে-সব যামিনী
চিত্র-প্রায় ভাসিতেছে মম চিত্তাকাশে,
বাক্যাভাবে সদাক্ষম তাহার প্রকাশে।
নবম্যাদি কল্প ধরি' বসিত বোধন-
রঙ্গ-দেবী দশভূজা দুর্গার পূজন।
নৃত্য-গীত-সমারোহ-অতিথি-তর্পণ,
সর্ব্বগ্রামবাসী সেবা ব্রাহ্মণ-সজ্জন
করিতেন গৃহে গৃহে; চর্ব্ব্য-চোষ্য খাদ্য
দিতেন সকল জনে; ঢোল-ঢাকবাদ্য
উঠিত ভীষণ রব চতুর্দ্দিকে গ্রামে;
গ্রামবাসী সুখবৃদ্ধি হৈত যামে যামে।
দূর দেশ হইতে তবে গ্রামবাসিগণ
আসিয়া আত্মীয়-জনে করিয়া মিলন,
ভাসিত আনন্দ-নীরে, ভাবিত সকলে--
মূর্ত্তিমান্ সুখ আসিয়াছে ধরাতলে।
বিধির নিয়ম মাগো! লঙিঘবে কে বল,
যথা সুখ তথা দুঃখ অবশ্য প্রবল!
হেন সুখে জীব নিজ সুখের কারণ
করিত অসংখ্য জীবগণের হনন!!

(৮)

কত সুখ দেখিয়াছি, জননী! তোমার,
কিরূপে বর্ণিতে সাধ্য হইবে আমার;
অতি ক্ষীণবুদ্ধি আমি,--তোমার নন্দন
সব, নাহি জানে কেবা?--ছিল অগণন।
জানিন না কভু মনে, অভাবের জ্বালা
ঘোরতর, ছিল সদা আনন্দে নিযুক্ত
থাকিত সকলে, পাছে অতিথি অভুক্ত
যায় ফিরে; এ কারণে, আয়োজন ক'রে
রাখিত সামগ্রী সব প্রতি ঘরে ঘরে।
আনন্দের কোলাহল অতি মনোহর,
শুনিতাম প্রতিদিন গ্রামের ভিতর।
অস্তাচলে দিনকর করিলে গমন,
প্রতি গৃহে বাদ্যরব, মধু বরিষণ
করিত শ্রোতার কর্ণে,---বলা নাহি যায়
কত সুখে দিবারাত্রি কাটিত হেথায়!
কোথাও বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ-সহিত
গাইত হরির নাম-গীত সুললিত;
নৃত্য করি' বৃক্ষমূলে সন্ধ্যার সময়
প্রকাশিত ভক্তি-রস; চন্দ্রের উদয়
হ'লে সকলে মিলিয়া বাজায়ে মৃদঙ্গ
ভ্রমিত নগরপথে, করি' নানারঙ্গ;
'হরে কৃষ্ণ রাম' বলি' মাতিত নর্ত্তনে
উর্দ্ধেবাহু, দর দর ধারা দু'নয়নে,
বাজাইয়া করতাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
তালে তালে চারিদিকে লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া,
কেহ বা কপটচিত্তে ভ্রুকুটি নয়নে
দেখাইত শুষ্কভক্তি গ্রামবাসী-জনে।
কোথাও ব্রাহ্মণগণ বেলা অবসান
দেখি' চতুষ্পাঠী ছাড়ি' করিত প্রস্থান;

বাক্যালাপে যথা কাল কাটে ধনীগণ
সুরম্য গৃহেতে বসি'। করিয়া ধারণ
নস্যের শামুখ-করে চলিতেন সবে
পথমধ্যে কত শত তর্ক-কলরবে,---
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত লইয়া
ঘোরতর দ্বন্দ্বানল উঠিত জ্বলিয়া;
যাহার কণ্ঠের স্বর অতি বলবান্
বাক্যরণে জয়ী সেই, কে তার সমান?
নয়নে প্রকাশ তাঁর মনের যে ভাব,
সে-সুখ নাহিক পায় পৃথ্বী করি' লাভ;
বীর নরপতিগণ সম্মুখ-সমরে,
মারি শত্রু অগণন, অসি ধরি' করে।
কেহবা স্থাপিত তবে পরমাণুবাদ
বৈশেষিক সূত্রমতে, 'কণাদ' 'কণাদ'
উচ্চ রব উঠি' তবে আক্রমিত কর্ণ
সবাকার, সাংখ্য-শিষ্যে করিয়া বিবর্ণ;
আরো উচ্চৈঃস্বরে কেহ বেদান্ত-বিচারে
খণ্ডিত সে মত যথা তৃণ-ক্ষুর-ধারে।
মধ্যস্থ অভাবে ব্যাঘ্রকণ্ঠ-মহাশয়
সারমেয়-কণ্ঠ-ছাত্রে করি' পরাজয়,
ধরিতেন শিখা তার; সগর্ব্ব-বচনে
বাক্যহীন করিতেন তাঁরে পাষ্ণ-রণে;
সিংহকণ্ঠ অন্যছাত্র ঘট-পট করি'
পরাজিত তাহে পুনঃ তার শিখা ধরি;
স্মার্ত্ত-ছাত্র মধ্যে 'মলমাস'-তর্ক ল'য়ে
হইত বিষম রণ! নৈয়ায়িক-ভয়ে
নিস্তব্ধ হইত তারা! নৈয়ায়িক শূর
বলিতেন, রঘুনন্দনের গাধা দূর দূর!
বৈদেশিক ছাত্র কেহ দুর্ব্বাসা-স্বভাব
বলিতেন রুষ্ট হয়ে, ওরে গর্ভস্রাব!
শ্রীরঘুনন্দন স্মার্ত্ত সর্ব্ব-মহত্তম,
তাঁরে নিন্দা কর, তুমি অতি নরাধম!
এইরূপে ছাত্রবৃন্দ কত কথা বলি'
যাইতেন অপরাহ্ণ রাজপথে চলি।
কোথায় রহিল সেই মহাজনগণ,
তাহাদের তরে, হায়!--ঝুরিছে নয়ন!!

(৯)

সরোবর-ঘাটে বসি' দেখিতাম, হায়!
কত কত মহাজন বৃক্ষের তলায়
বসিয়া একত্রে সবে, সন্ধ্যা আগমনে
সংসার-চিন্তায় মগ্ন সবে মনে মনে,
ব্যক্ত করি' নিজ দুঃখ কেহবা কহিত
ঘাড় নাড়ি' দিয়া সায় সকলে শুনিত,
যাঁহার সাধ্যেতে যাহা পারিত হইতে
অঙ্গীকার করিতেন সে কার্য্য করিতে
অনায়াসে। তারা, আহা! কাটাইত কত
সুখভোগে কাল সবে, হিংসায় বিরত!
অদূরে হইত দৃষ্ট পল্লীর কামিনী-
গণ, কক্ষেতে কলসী গজেন্দ্র-গামিনী
সবে, সরোবর-তটে লইবারে বারি
আসিত সকলে মিলি' হ'য়ে সারি সারি।
দুঃখ-সুখে যেইরূপে যায় দিনকর,
সংসারের কথা সব কহি' পরস্পর
চলিত সভয়ে সদা; দেখিত যখন
পরপুরুষের মুখ, লাজে অচেতন
হ'য়ে লুকাইত তবে তরুগণ-পাশে,
মেঘেতে তড়িৎ যেন লুকায় আকাশে।
কেহবা বলিত, দিদি! শোভাঞ্জন শাক
স্বল্প-তৈলে আজি আমি করিছিনু পাক,

কি সুন্দর! খেয়ে তাহা দেবর আমার
কত যে সুখ্যাতি মোর কৈল বার বার!
কেহ বলিতেন,--আজি নৈবেদ্য মটরে
হইল অপূর্ব্ব ডাল্‌না কি বলিব তোরে!
আমিত মোচার ঘন্ট মসলা না দিয়া
করেছিনু আজি পাক, মুখেতে খাইয়া
প্রশংসিলা কর্ত্তা মম! --কহে অন্যজন
সুখে ঘুরাইয়া দুই খঞ্জন-নয়ন।
কেহ বলে,---দিদি! আমি বড়ই দুঃখিনী,
কথায় জ্বালায় মোরে দুই ননদিনী
হিংসা করি'! রাত্রিদিন খাটি গৃহকর্ম্মে,
তবু মোর কথা কয় লাগে বড় মর্ম্মে!
কেহ বলে,--বিধি মোরে নিরন্তর বাম,
পতি মম কাশীবাসী নাহি করে নাম
মম, হায়! শুনিয়াছি ল'য়ে অন্যজনে
আছেন মজিয়া তথা আপনার মনে।
অপর ললনা এক সজল-নয়নে
বলিলেন মৃদুস্বরে,---কাজ কিবা ধনে?
নবীন-যৌবনে পতি সন্ন্যাস করিলা
গৃহে রাখি' সুকুমারে; বাছা জিজ্ঞাসিল,--
কোথা মাগো! মোর পিতা? কি বলিব আর?
অতি শিশু--নাহি বুঝে বচন আমার!
আর কি দেখিব সেই পতিব্রতাগণে,
আর কি শুনিব সেই কথা সঙ্গোপনে?

(১০)

আরো কত দেখিতাম বসিয়া তথায়,
বর্ণিতে না পারি সব, বাক্যাভাবে হায়!
পাঠশালা ভঙ্গ হ'লে বালকসকল
যাইত ফিরিয়া ঘরে করি' কোলাহল
চতুর্দ্দিগে পথমাঝে। কেহ তারপরে
সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া অন্তরে
আপনারে, "শুন ভাই" সবে ডাকি' বলে,
"গাইব গঙ্গার গীত মিলিয়া সকলে।"
"বন্দো মাতা সুরধনী' গায় একজন,
তার সহ সুর দেয় অন্য শিশুগণ;
এইরূপে চিন্তাহীন অন্তর নির্ম্মল,
কত যে খেলেছি আমি মনে সে-সকল
সদা জাগে অবিরত জীবন-প্রভাতে,
আহা! জননি গো! তব পুত্রগণ-সাথে।।

(১১)

গ্রামের প্রান্তরে আহা! ---দেখেছি নয়নে
সেই স্রোত মনোহর (*) ভুজঙ্গ-গমনে
বহিত সে নিরবধি; নবীন লহরী
সব মলয়পবনে স্থান পরিহরি'
উঠিত খেলিতে সদা বালুচর সহ,
ফিরিয়া আসিত পুন- করিয়া কলহ।
পবিত্র সে খাল, আহা! যথায় জননী-
জহ্নুসুতা বেগবতী অধীরগমনী
আইলে বরষা কাল, শ্বেতবারি হ'য়ে
আসিতেন জনপদে সঙ্গীগণ ল'য়ে
আসিত তাঁহার সাথে মৎস্য অগণন
খাইত মনের সাধে পুরবাসীগণ।
কুম্ভীর,--সে মানবারি আসিত গোপনে
মাতা-সহ, নরমাংস তৎপর ভোজনে;
নিশীথ হইলে ঘোর তস্করের প্রায়
দুষ্ট জলচর সেই উঠিয়া ডাঙ্গায়,
চারিদিকে জনশূন্য দেখিত যখন,

---

* বারমেসে খাল।

ধীরে ধীরে জনপদে যাইত তখন
দুষ্টবুদ্ধি প্রকাশিতে; যথা সরোবর
অগাধ সলিলে পূর্ণ দেখিতে সুন্দর,
বিস্তারিয়া নিজবক্ষ করেছে শয়ন,
তথায় আশ্রয় দুষ্ট করিত গ্রহণ।
মনে পড়ে,--পথপ্রান্তে অনর্গল-প্রাণ
বেড়াইত সদা সেই পাগল-প্রধান
বিশ্বনাথ (*), তার কাছে এ সংসার
অকারণ, মূল্যহীন--নিতান্ত অসার!
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা তাহে বিদ্যমান,
অর্থ--কাকবিষ্ঠা, সুখ--দুঃখের সমান!
দুঃখের বিষয়, তার মস্তিষ্ক-পীড়ায়
হ'য়েছিল সেই ভাব--পশুভাব-প্রায়
ঈশ্বর-ভক্তির বশে সে ভাব যাহার,
ধন্য সেই ত্রিভুবনে! সংসারের পার
সেই জীব!--'বিশ্বনাথ'-পাগল সার্থক!
বিশ্বনাথ-পাগল এ কর্ম্মের সেবক,
হারাইল বুদ্ধিশক্তি মায়ার বিপাকে!
বুদ্ধিমান্ করে শোক দেখিলে তাহাকে।
হরচন্দ্র (*) আদি আর পাগলের গণে
টাকা ল'য়ে বস্ত্র বান্ধি' রাখিল যতনে
পরীক্ষায়। বিশ্বনাথ কাকবিষ্ঠা জানি'
ফেলিল প্রদত্ত টাকা বহুদূরে টানি।
তাহা দেখি' পরীক্ষক (✪) মহাশয়গণ
প্রকৃত পাগল বিশে কৈল নিরূপণ।
অর্থহীন বাক্য তার পড়ে মম মনে,
চিন্তাহীন মুখ আজো বহে সে স্মরণে।।

* বিশে পাগলা নামক পাগল।
* হরা পাগলা।
✪ শান্তিপুরের মতিবাবু প্রভৃতি।

(১২)

আইল বরষাকাল নবাম্বুদ দল,
আকাসে আসিয়া ঘোর করি' কোলাহল-
ধ্বনি, আচ্ছাদিত রবি করি' অন্ধকার
মনোহর প্রকৃতির মুখ অবিকার।
তড়িতের ঝক্‌মকি নয়ন ঝলসি,
ইন্দ্রাস্ত্রের গড়গড়ি শ্রবণেতে পশি,
ভুলাইত একেবারে সকলের মনে
হেমন্ত, শিশিরকাল, নির্ম্মল গগনে।
অবিরত বৃষ্টি পড়ি' ভাসিত তখন
মনোহর খাল সেই, তরী অগণন
থরে থরে আসি' তবে লাগিত তথায়
বাণিজ্যের দ্রব্য লয়ে, এবে কোথা হায়!
সে-সব সুন্দর দৃশ্য! সে ব্যস্ত সংসারে
সেরূপ আনন্দময় বাণিজ্য-ব্যাপার?

(১৩)

দেখিয়াছি গ্রাম্যভোজ! নিমিত্ত ঘটনে
পংক্তি পংক্তি বসিতেন গ্রামবাসীগণে
কলাপাতা বিছাইয়া, বামে ধরি' জল
হৃষ্টমনে! অন্ন-শাক-ব্যঞ্জন সকল,
ডাল, ডাল্‌না, চচ্চড়ী, মোচাঘন্ট, ভাজা,
শাক, অম্ল, দধি, ক্ষীর গোল্লা, গজা, খাজা
খাইতেন বহুতর! চৌদিকে সর্ব্বথা
'আন', 'দেও' 'আর চাই' এইমাত্র কথা।
সে-সময়ে সকলেই সমর্থ ভোজনে,
খাইতেন যত,---কবি অশক্ত বর্ণনে।
বড় বড় দধিভাণ্ড কত যে আসিত
ভোজে? পরমান্ন-পরিমাণ কে করিত?
কোথা সেই বৃদ্ধ, (*) যিনি শতাধিক বর্ষে

* বেণীমাধব মুস্তৌফী।

ভুঞ্জিতেন একাধিক ভাণ্ড অতি হর্ষে?
বালক-বালিকাগণ বস্ত্রেতে বাঁধিয়া
মিষ্টখাদ্য ল'য়ে যেতো ভোজন করিয়া,
ভোজনান্তে উঠিতেন একত্রে সকলে;
আসিত তখন মুচী-হাড়ী দলে দলে,
লইত উচ্ছিষ্ট-পত্র; কুক্কুর-নিবহ
পরস্পরে ঈর্ষা করি' করিত কলহ,
হইত তুমুল রব,---যুদ্ধক্ষেত্রে যথা
যুদ্ধশেষে লুটপাট! অপূর্ব্ব সে কথা!

(১৪)

প্রভাত হইলে নিশি আনন্দ-অন্তরে
ভ্রমিবারে যাইতাম গ্রামের প্রান্তরে,
পশ্চিম বিভাগে সদা হরষিত-মনে
দেখিতাম--পূর্ব্বভাগে নির্ম্মল গগনে
উদিত ভাস্কর-দেবে আরক্ত-মূরতি,
ক্রোধভাবে উঠে যেন পৃথিবীর পতি
নাশিতে পাপের প্রাণ। করিয়া দর্শন
এই মনোহর রূপ, অঞ্জনা-নন্দন
অতি মিষ্টফল ভাবি' উঠিলা আকাশে
আনিতে সে সূর্য্যদেবে,--বদ্ধ ভ্রমপাশে!
তা না হ'লে কি কারণে কবিকুল-পিতা
বর্ণিবে সে বীরে, যেই উদ্ধারিল সীতা--
রামপ্রিয়া, পশু বলি'? দেখি দিনকরে!
অপার আনন্দ উথলিত মমান্তরে,
হাসিতে প্রকৃতি দেবী পৃথিবীর সহ,
ঘুচিল ভাবিয়া মনে আলোক-বিরহ।
দেখিতাম,---কি সুন্দর রসাল উদ্যান
সুশোভিত মুকুলেতে! তাহার সমান
কোথাও না দেখি আর; পাতার ভিতরে
বসি' ডাকিত সে পিকবর অতি মিষ্টস্বরে
আমোদিতে নর-মন; মনোলোভা-ধ্বনি
শুনিয়া পাসরে দুঃখ অন্তর অমনি।
বৃক্ষের উপরে উঠি কাষ্ঠ-পত্র-তরে
কাঠুরিয়া নারীগণ উল্লাস-অন্তরে
গাইত অসভ্য গীত; কভু নাহি জানে
অভাব-যাতনা তারা, মুগ্ধ মধুপানে।
নিরখিয়া দেখিতাম,---কুরঙ্গসকল
আনন্দে চরিত তথা অন্তর নির্ম্মল,
চিন্তাহীন শিশু যেন, সত্বর গমনে
যাইত অদৃশ্য হ'য়ে মনুষ্য-দর্শনে;
এবে তারা নিরানন্দে শার্দ্দূলের ডরে,
কম্পিত রোগীর সম গ্রামে কাল হরে!!

(১৫)

--আরো মনে পড়ে মাগো! বসন্ত-সময়
তোমার কুসুমোদ্যান ফল-ফুলময়;
ভ্রমর-ভ্রমরীগণ ঝঙ্কারিত কত
ঝাঁকে ঝাঁকে দুলাইয়া পুষ্পগুচ্ছ যত;
গাইত সে পিককুল বসিয়া শাখায়,
দেখাইত শরীরের শোভা সমুদায়
রঙ্গ-ভঙ্গে। কিম্বা পক্ষী আসি' বারে বারে
বিরক্ত করিত বড়---অতি দুরাচার!
উড়িত আকাশে 'বউ কথা কও'-পক্ষী,
দেখা নাহি পাইতাম তারে কভু লক্ষি
মন দিয়া। বুলবুলী বিচিত্র--দর্শন--
আসিত খাইতে পক্ক বিম্বফলগণ--
লতায় ঝুলিত যাহা প্রতিবৃক্ষডালে
রক্তবর্ণ! কিবা সুখ হইত সে কালে।
দ্বিপ্রহরে খাইতাম জামরুল ফল
নির্জ্জনে বসিয়া বনে, অন্তর বিকল

হইত ভূতের (*) ভয়ে; বালক-স্বভাব!
একা ভয়, অন্যসঙ্গে প্রাপ্তির অভাব!
নেবুডালে মধুচক্র দেখিতে পাইলে
খাইতাম মধু অন্য শিশুসঙ্গে মিলে।
সে-সকল সুখ এবে কোথা গেল হায়!
দুঃখে ফিরিতেছি আজ সংসার--জ্বালায়!!

(১৬)

গ্রামের মধ্যেতে কিবা শোভিত সতত
অপূর্ব্ব গৃহের শ্রেণী! নয়ন বিরত
না হইত কভু দেখে সেই মনোহর
দৃশ্য--যাহার তুলনা না দেখি অপর
জনপদে। কোন গ্রামে দেখিয়াছ তুমি
এত অট্টালিকা সব, এই বঙ্গভূমি
ভ্রমিয়া পথিকবর? জনপদেশ্বরী
ছিল কি না ছিল, বল, এ চারু নগরী?
দেখিতে সে সুশোভিত চণ্ডীর (*) আলয়
নির্ম্মিত হয়েছে যাহা দিয়া তৃণচয়;
আর কাষ্ঠ সুখে দিত, আসিতেন কত
ধনবান্, ক্রিয়াবান্ নর শত শত।
তথায় যাইত দেখা অতি উচ্চতর
অট্টালিকা--দুর্গসম, সম্মুখে প্রসর
স্নিগ্ধবারি--সরোবর, যাহার তটেতে
আমোদিত চাঁপাফুল নিজ সৌরভেতে।
কেনরে আমার মন করিছে রোদন
বর্ণিতে সে সুখপূর্ণ অপূর্ব্ব দর্শন?
সেই অট্টালিকা-শোভা দেখিবার তরে
আসিত পথিক কত উল্লাস অন্তরে।

---

* একটি জামরুগাছে ভূত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল।

* পুরাতন বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ।

কোথায় সে গৃহ এবে? কোথা দ্বারপাল--
বসিয়া থাকিত যেন অদ্বিতীয় কাল।
কোথায় সে দাস-দাসী, কর্ম্মচারীগণ?
কোথায় রহিল এবে জন অগণন?
কি আর বলিব আহা! সে দুঃখ-কাহিনী;
মনে হয় ভুলে যাই, তবু কুহকিনী
চিন্তা আসি' পুনরায় মনেতে জাগায়
সেই ভাব। দগ্ধ মন আবার জ্বালায়।
আছে কি সে-সুখ আর পাঠক আমার?
দুঃখ-রাহু করিয়াছে এবে অন্ধকার
সে-আবাস! নাহি জন-প্রাণ কিম্বা ধন,--
পশু-পক্ষী তথা মাত্র করিছে রোদন!
গিয়াছিনু দেখিবারে স্বীয় জন্মাগার
তার সহ, অকৃত্রিম স্নেহেতে আমার
সতত মঙ্গলচেষ্টা করিতেন যিনি ▲।
আমি কি ভুলিব তাঁর গুণ-মন্দাকিনী?
নাহি দেখিলাম সেই উচ্চ-সিংহদ্বার--
যথায় ঝুলিত শত ঢাল-তলবার!
নাহি সেই হর্ম্ম্য, যথা দেব মাতামহ
বসিতেন নিজজন-সহ অহরহ;
নাহি সে অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য পিতৃদেব যা'য়
সবয়স্যে বসিতেন আত্মীয়-সভায়!
তাঁর রূপ--অপরূপ, গুণ-রত্নাকর;
সংসারে কার্ত্তিক-প্রায়, বৈরাগ্যে শঙ্কর।
নাহি সেই গোলাবাটী গোশালা-সুন্দরী--
যথায় সুরভিবৃন্দ ছিল সারি সারি;
নাহি সে পূজার বাটী যাহে শত শত
ঝাড়-ফানসের আলো হইত বিস্তৃত!

▲ জাগুলী-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ বসু।

নাহি সে অন্দর যাহে সপ্তপুরী-শ্রেষ্ঠ
শোভিত সতত দিব্য ইন্দ্রপুরী শ্রেষ্ঠ!
আছে ত খণ্ডিতা ভূমি যথা অন্বেষণে
পাই মম জন্মস্থান বহুল সন্ধানে!
মনে পৈল সেই কাল যবে ভ্রাতৃসনে
করিতাম শিশুকালে ক্রীড়া স্বচ্ছমনে;
নয়নের বারি আর না মানি' বারণ
উথলি পড়িল বক্ষ বহি' কতক্ষণ।
আম্রের উদ্যানে দেখি সরোবর-ঘাট,
মনেতে পড়িল সেই বাল্যকাল-পট!
ধনুক ধরিয়া যবে শাখামৃগ-সনে
যুদ্ধ করিতাম আমি সে নিবিড় বনে--
সে-সব আনন্দ কথা বলিব কাহারে?
সে-কালের সঙ্গী কেহ না আছে সংসারে।।

(১৭)

বৈশাখের পূর্ণিমায় কত সমারোহ ▼।
হইত এ জনপদে,---সে সুখ-বিরহ
এবে ঘটিয়াছে হায়! কত দূর হ'তে
আসিত অসংখ্য লোক সম্বতে সম্বতে
দেখিতে চণ্ডীর পূজা! প্রতি ঘরে ঘরে
কুটুম্ব বান্ধবগণ আসি' থরেথরে
প্রবেশিত অগণন। গ্রামবাসী সবে
পাইয়া বান্ধবগণে আহ্লাদেতে তবে
কাটাইত দিনত্রয়। ছাড়ি' ধরাতল
যতক্ষণে দিবাকর গিয়া অস্তাচল
করিতেন শ্রম দূর,---আসি' অন্ধকার
ক্রমে ঘেরিত আকাশ করিয়া বিস্তার
তার পাখা; পুরাকালে গরুড়-নন্দন
আচ্ছাদিলা রাক্ষসের বিমান যেমন,
রক্ষিবারে রঘুকুল। পূর্ণিমা-রজনী---
কি করিবে অন্ধকার? ক্রমেতে তখনি
উঠিত তারকাগণ একে একে সবে
সাজাইতে দেবপুরী আলোক-অর্ণবে;
সকলের আগে সেই তারকা প্রখর
উঠিত দীপক যেন, দেখি' সব নর
উপার্জ্জনে সদা ব্যস্ত 'মনুষ্য ভূলোকে'
বলিত "না ধরে আর" সন্ধ্যার জনকে
কি দুষ্ট সে নিশাচর! অরুন্ধতী মাতা
উঠিতেন তারপর, যাঁহারে বিধাতা
দিয়াছেন আলোময় আসন সুন্দর,
দেখিলে তাঁহারে মুক্ত হয় যত নর।
উঠিত সে ভয়ানক নক্ষত্র-প্রধান, ✣
ঝুলিত কোমরে তার অসি খরশাণ
আলোময়--দাঁড়াইত যেন দ্বারপাল
স্বর্গের দুয়ারে বীর কালান্তক কাল।
উঠিত তাহার পর তারকাসমূহ
সপ্তঋষি নামে খ্যাত দ্রোণাচার্য্যব্যূহ
যেন উদিত তখন, শ্বেত মন্দাকিনী
উদ্ধারিতে দেবগণে পবিত্রকারিণী
তারাময়ী। কিবা শোভা হইত গগনে,
উদিত যখন চন্দ্র তারাগণ-সনে!
এসময়ে জনপদে কোলাহল-ধ্বনি
উঠিত সে তিনদিন, বাদ্য ত অমনি
চারিদিক হতো স্তব্ধ; কেহ কার কথা
না পাইত শুনিবারে---কি সুখেতে তথা
কাটাইত কাল আহা! ---জনপদবাসী-
গণ, জ্ঞাতি-বন্ধুসহ, আর দাস-দাসী!
গাইত গায়কগণ সুমধুর-স্বরে,

▼ উলাচণ্ডী জাত।

✣ কাল পুরুষ Orion.

নাচিত নর্ত্তকীগণ উল্লাস-অন্তরে,
কর্ণ-চক্ষু দুই তুষি'; গ্রাম আলোময়
হইত,--অপূর্ব্ব দৃশ!--যেন ইন্দ্রালয়!
তব পুত্রগণ মাতঃ! সদা রঙ্গে রত
বঙ্গ-মাঝে! নর্ম্মবাক্য-পরিহাস ব্রত--
অর্থশালী কেহ অর্থ-কষ্ট না জানিত
কোনকালে, মহানন্দে সময় যাপিত!
এ হেন অবস্থা যার, রঙ্গ বিনা আর
কি আছে সংসারে মনে সুখ দিতে তার।।

(১৮)

তব বিপ্রকুল বঙ্গে অসীম সম্মানে ✲
মাতঃ। ধনে-মানে কুলে কেবা নাহি জানে?
অন্য গ্রামী দ্বিজ আসি' তব বিপ্রগণে
সভয়ে বন্দিত সদা, মান্য ত্রিভুবনে।
একেতে ব্রাহ্মণ--গুরু, সর্ব্বলোকে জানে,
তাতে তব পুত্র বলি' সকলেই মানে!
কত শত অধ্যাপক চতুষ্পাঠী করি'
বিস্তারিত' জ্ঞান-রত্ন গৌড়-বঙ্গ ভরি'!
সে-সব ব্রাহ্মণ কভু না দেখিব আর,
বেদময়, ব্রহ্মমূর্ত্তি, পূর্ণ সদাচার!!
হস্তী-মহিষের যুদ্ধ করিতে দর্শন ★
আসিত অসংখ্য লোক--অদ্ভুত ঘটন!!
রাজপথে নর-নারী চলিতে বারণ,
দিবাভাগে যুদ্ধ-দিনে হইত তখন;
লোক সব গ্রামবাসী অট্টালিকোপরি,
উঠিয়া দেখিত পশু-যুদ্ধ যত্ন করি'।

ধনীজন নিজ নিজ হস্তী সাজাইয়া,
তদুপরি চলিতেন গ্রাম্যপথ দিয়া
গ্রাম-মাঝে। কেহ অশ্বে থাকিত দূরে,
কুলনারী মাত্র গৃহ-ছাতে, অন্তঃপুরে।
মহিষের পক্ষে কহে, কেহ হস্তী-পক্ষে,
গ্রামবাসী--জয়ী-পক্ষ, নির্জ্জিত--বিপক্ষে।।

(২০)

এত শোভা গ্রামে ছিল, এত সুখে দিন
কাটাইত গ্রামবাসী। এখন মলিন
হইয়াছে সুখ-চন্দ্র! নাহি আছে আর
সে-সব মহাত্মাগণ, সংসারের পার
গিয়াছেন এবে সবে---ত্রিদিব যথায়
শোভিতেছে নিজ তেজে মরকত-প্রায়
নিজ নিজ কর্ম্মফলে; তাঁহাদের নাম
ভ্রমিতেছে স্মৃতি-রাজ্য-মহতের ধাম!
কোথায় সে-জন, যিনি ✰ দ্বিভাব কথায়
সবে তুষ্ট করিতেন রাজার ✤ সভায়
জলঙ্গী-নদীর কূলে? কোথায় সে-জন
পর-উপকারে যিনি ব্যয় করি' ধন
হইলেন যোত্রহীন? তিনি বা কোথায়,
যাঁর "গঙ্গা ভক্তি" শুনি' শ্রবণ জুড়ায়?
কোথায় সে-মহাজন, গীত-কুহকিনী
যাঁরে তুষিত সকলে? রচিতেন তিনি
হেন গীত শত শত পেলে অবসর,
রাজকার্য্যে থাকিতেন ব্যস্ত নিরন্তর।
কোথায় বা আছে সেই গায়-প্রধান--
ঘূর্ণিত-লোচনে যেই আরম্ভিত তান,

✲ উলাতে চৌদ্দশত ঘর ব্রাহ্মণ সমাজ।
★ উলাচণ্ডী জাতের সময় হস্তী ও মহিষের যুদ্ধ হইত।

✰ শ্যামলপ্রাণ মুস্তৌফী মহাশয়।
✤ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

সুরাপানে মত্ত সদা, ভ্রুকুটি করিয়া
কত যে ভাজিত সুর তম্বুর ধরিয়া?
ভোজনে জিনিয়া সবে কারা হ'তে মুক্ত
করিলা আপন-দেহ, কোথায় নিযুক্ত
আছে সেই মহাজন? কোথায় বা তিনি,
জড়ময়ী দেবীগণে কভু নাহি যিনি
পূজিতেন সমাদরে; সর্ব্বধর্ম্ম হ'তে
লইতেন সারভাগ আপন-মনেতে?
কোথায় বা তিনি, যিনি দৈবের কৌশলে
বিনাশিয়া 'শিবে শনি' আর দস্যুদলে,
নিজগ্রাম-যশঃপুঞ্জ লোকে প্রচারিল,
'শ্রীবীরনগর' আখ্যা রাজা সমর্পিল।
সে-সব নাহিক আর, সুখ-দিনমণি
পাইয়াছে অস্তাচল, ক্রন্দনের ধ্বনি
ভ্রমিছে নগরে এবে, প্রতিধ্বনি হ'য়ে
পুনঃ গাহিছে গভীর স্বর অতি। ভয়ে
কম্পমান হয় সদা পথিকের মন,
দেখিয়া নির্জ্জন পুরী---অরণ্য যেমন।।

(২১)

দেখিয়া এরূপ দৃশ্য অন্তরে উদয়
হইলেক দুঃখময় ভাব সমুদয়;
যবে সে বন্ধুর সহ তরী আরোহণে
উপস্থিত হ'য়ে গ্রামে দেখিয়া নয়নে,
দুঃখহত কাঁদিলাম হ'য়ে অচেতন;
হায় রে! সে মিত্র কোথা করেছে গমন?
পূর্ব্বরাত্রে কত সুখে কাটাইয়া কাল,
একেবারে দেখিলাম বিষম জঞ্জাল,---
কুহকিনী স্বপ্নদেবী কভু নাহি আনে
এমন দুর্দ্দান্ত মায়া; কত সাবধানে
বাহিয়া তরণীখানি জাহ্নবীর জল
হইলাম তবে পার; না মানি প্রবল
তরঙ্গ, ঝটিকা যত শারদ-সময়ে;
অন্তর শুকায় তবু ক্ষণে ক্ষণে ভয়ে।
কত আশা ছিল মনে,---বহুদিন পরে
দেখিব মাতার পদ পবিত্র অন্তরে,
দেখিব সে সহোদরা নয়েনে আবার,
ভুলিতাম ভ্রাতৃশোক দেখিয়া যাহার
মুখ। দেখিব তাহারে, যাহার নয়ন
করিতেছে অবিরত মনে জাগরণ,
যদি বা কখন ভুলি, সুত প্রাণসম
অমনি জাগায় তারে অন্তরেতে মম।
বাল্যকালে পড়িতাম যাহাদের সনে,
বাক্যালাপ করিবারে ইচ্ছা ছিল মনে,
দেখিব মনেতে ছিল কিরূপ তাহারা
পড়িয়াছে নিজ পাঠ, শিখিয়াছে ধারা,
গণনা করিতে অঙ্ক। এত আশা মনে
জাগিত আমার সদা অতি সংগোপনে।
আশালতা রোপে নর হৃদয়-ভিতরে,
ঈশ-ইচ্ছা-বিনা লতা ফল নাহি ধরে!
একেবারে সব আশা হইলেক হত,
হায়।---কি বলিব আর দুর্ভাবনা কত
প্রবেশিলা মম মনে, নিশিতে যখন
কাটাইয়া জাহ্নবীর ঢেউ অগণন
নামিলাম তরী হ'তে। সহ মিত্রবর
ক্রমে ক্রমে পশিলাম নগর-ভিতর,
জনহীন পুরী যেন; কোথায় বাজার?
কোথায় বা কোতয়ালী? হাজার হাজার
সতত থাকিত যথা, লোক নানা মত,
গ্রামের প্রহরী আর, পাক শত শত।

ক্ষণকাল পরে তার গৃহে প্রবেশিয়া,
দুঃখের কাহিনী সব শ্রবণ করিয়া
হইলাম হতজ্ঞান, কতক্ষণ পরে
চৈতন্য পহিয়া পুনঃ নিরাশ-অন্তরে
কাঁদিলাম মনে মনে, যুগল-নয়নে
পড়িলেক অশ্রুধারা। তবে কতক্ষণে
আকর্ষিলা নিদ্রাদেবী। ভুলাইতে শোক
কারে আর নাহি পাই খুঁজি' সর্ব্বলোক।।

(২২)

সে নিশি হইল শেষ। আলোক-প্রবেশে
জনপদে বাহিরিয়া, দেখি অবশেষে
যমপুরী যেন গ্রাম! হাহাকার-স্বর
শুনিয়া সকল দিকে, কাঁপিলা অন্তর!
দেখিলাম গৃহে গৃহে কুকুরের গণ---
ভীষণ আকৃতি সব, আরক্ত-নয়ন
ভ্রমিতেছে স্থানে স্থানে নির্ভয়-অন্তরে,
নর-মাংস খেয়ে খেয়ে নাহি ডরে নরে;
কোন স্থানে গৃহমধ্যে করিয়া প্রবেশ
আনিছে টানিয়া শব, অসুখ অশেষ
দিয়া প্রতিবেশীগণে; পথে বা প্রান্তরে
কুক্কুর-শৃগালে মিলি' মহোৎসব করে!
কোথাও শকুনী, অর গৃধিনীর গণ
শব ঘেরি' বসি' আছে আনন্দিত মন!!

(২৩)

দেখ যত গুলিখোর, গাঁজাখোর আর,
গৃহে গৃহে প্রবেশিয়া, পর-উপকার-
ছলে সালঙ্কার শব করিছে বাহির,
নিজ-লাভ আশামাত্র চিত্তে করি' স্থির!
নর হ'য়ে শকুনী-গৃধিনী-মাঝে সবে
ভ্রমিতেছে ঘরে ঘরে ধূম্রের উৎসবে!
দেখ ভাই, যমের এ রুচি চমৎকার,
অধমে সহজে নাহি করে অঙ্গীকার!
অথবা ঈশ্বর দয়া করি' নরগণে,
নরাধমগণে রাখে শবের সেবনে;
কোথাও দুঃখিনী এক কাতরা জ্বরেতে,
কাঁদিতেছে অহরহ পুত্রের শোকেতে;
কেহবা হারায়ে সব, জ্বর-উপদ্রবে,
না কাঁদে পাষাণ-সম, ভাবিতেছে---কবে
হইবে সংহার; সেই প্রতীক্ষায়--
শোকে-জ্বরে জর জর দিবস কাটায়।
কাহার গৃহেতে দেখি,---নাহি কেহ আর,
পড়িয়া রয়েছে দু'টী শিশুর আকার;
দেখিলাম,---কোন গৃহে মৃতশিশু-কোলে
শুইয়া রহেছে মাতা মহাজ্বর-ভোলে
অচেতন; নাহি জানে কখন ঘটিল
ঘোরতর সে আপদ,---বালক মরিল
করিতে করিতে স্তনপান! জনশূন্য কত
পড়ি' আছে অট্টালিকা দেখি শত শত,
নাহি আছে রুদ্ধদ্বার; পথের ভিতরে
পড়ি' আছে মৃতকায়া, লোকাভাব--তরে
না হয় সৎকার শব। নিরানন্দময়
হইয়াছে এবে সেই সুখের আলয়!!

(২৪)

দেখিয়া ভয়েতে মম কাঁপিলা অন্তর,
না সরিল বাক্য আর, পদ থর থর
কম্পিত হইল। আঁখি বারিতে পুরিল!
স্পন্দহীন দেহ মোর, পদ না চলিল।
কেনরে এমন দশা ঘটিল এখন!

কাঁদিয়া উঠিল মম হতবুদ্ধি মন।
দুঃখ-শোকাচ্ছন্ন-মনে উদিত তখন
সহসা সে বৈদেশিক কবির বচন,---
ওরে ভাই! আশা-সুখ নিশার স্বপন-
সম মিথ্যা! যত্নে তাহা করহ বর্জ্জন।
ভূত-কথা ভূত-হস্তে সমর্পণ কর;
সাহসে করিয়া ভর ঈশ্বরে নির্ভর
করি' কর বর্ত্তমান জীবন-যাপন,
তবে সুখী হ'বে তব তাপিত-জীবন।
এই উপদেশ স্মরি' সাহসেতে ভর
করি' চলিলাম গ্রাম-মাঝে ঘর-ঘর।
প্রথমে পাইনু সেই নিরীশ্বর-জনে,
যুক্তি করি' ক্রমসৃষ্টি-প্রথা-সংস্থাপনে
নিযুক্ত ছিলেন যিনি। কহিলেন মোরে,---
সকলই ঘটনা-ফল এ সংসার ঘোরে।
চিন্তা কিছু নাহি, ব্যস্! নিশ্চিন্ত অন্তরে
দেখিয়া শুনিয়া এবে যাহ দেশান্তরে।
ক্রমে সৃষ্টি, ক্রমে নাশ---প্রকৃতি-নিয়ম,
পরলোক, দুঃখ, শোক--সকলই ত ভ্রম!
নিরীশ্বর-সিদ্ধান্তে বা জন্মিবে কি সুখ!
চলিলাম স্থানান্তরে ফিরাইয়া মুখ।
জীবিত ছিলেন যাঁরা পরিচিত মম,
দেখিয়া সে-সব চিন্তা হইল বিষম!
গৃহে গিয়া অবিলম্বে নৌকা আরোহিয়া,
গ্রাম ছাড়িলাম আমি জননী লইয়া।।

(২৫)

ভাবিলাম এতদিনে গিয়াছে সে-সুখ,
মারি-ভয় নাহি আর, এবে পুনঃ সুখ
উদিয়াছে আসি' তথা; উঠেন তপন
কেন্দ্রের নিকট-দেশে নাশিতে যেমন
ভয়ানক অন্ধকার, বহুকাল পরে
বাঁচাইতে শীতে আর্ত্ত-কেন্দ্রবাসি-নরে---
সে-সব নিষ্ফল আশা! এখনো সেরূপ
ভাগ্যাভাবে জনপদ আছে ত বিরূপ;
জ্বর উপদ্রব নাহি হইয়াছে গত,
এখন ত মরিতেছে প্রাণী শত শত!
যাহারা বাঁচিয়া আছে, সবে শক্তিহীন--
মহাকষ্ট-বশে সদা কাটাইছে দিন।
প্রাণসম যাঁহাদের জানিতাম মনে,
নাহিক সে-সব আর; অতি সংগোপনে
গিয়াছেন সেই রাজ্যে, যথায় হইতে
কভু না ফিরিল কেহ সবে জানাইতে,
কি আছে সে-অন্ধকার-দেশে। কতজন
প্রাণভয়ে দেশ ছাড়ি' করি' পলায়ন,
ত্যজি অট্টালিকাচয়ে যে করিলেক বাস
বহু বহু দূরদেশে সুখেতে নিবাস!!

(২৬)

কেন হে সজ্জন! আজো আছ নিদ্রাবশে?
দেখনা চাহিয়া আঁখি, কএক বরষে
সহস্র সহস্র লোক পড়ি' মারি-ভয়ে
অকালে চলিয়া গেলা যমের আলয়ে;
আহা! ছাড়িয়া সংসার আলস্য ত্যজিয়া
এখনো করহ চিন্তা,---কিরূপ করিয়া
বাঁচাইবে ভ্রাতৃগণে, যাঁহারা এখন
করিতেছে মৃতপ্রায় জীবন-ধারণ!!

(২৭)

কেনরে আইল পুনঃ ত্যজিয়া সে-দেশ,
দেখিবারে জননীর অসুখ অশেষ?

চিন্তাহীন বেড়াইতে গোবৰ্দ্ধনী-কূলে ☆
শুনিয়া পক্ষীর গান? আহা! বৃক্ষমূলে
দেখিতে আনন্দ কত, গাভী-বৎসগণ
হাম্বারবে তৃণমুখে চরিত যখন!
কেনরে আইলি ছাড়ি’ সে পবিত্রস্থান,
সাগর- ✪ তরঙ্গ যথা পৰ্ব্বত-সমান
প্রবাহিছে অবিরত? শ্বেত-বালুচয়
না দেয় আশ্রয় বৃক্ষে; তপন উদয়
হ’লে নয়ন ঝলসি স্বর্ণরেণু সব
প্রকাশিয়া সূর্য্যোদয়ে আপন গৌরব!
কেন না রহিলি তথা নিয়ত দেখিতে
এমন অপূৰ্ব্ব দৃশ্য? হিমাদ্রি হইতে
কুমারী সে অন্তরীপ, কত যে বিস্তার—
ভরতের দেশ এই; এরূপ অপার

☆ কেন্দ্রাপাড়ার নিকট গুবরী নদী।
✪ শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র।

রাজ্যে বল কেবা আছে, নাহি করে মনে
দেখিতে সাগরকূল আপন-নয়নে?
যদিবা আইলি ছাড়ি’ পুরী মনোহর,
না রহিলি কেন তবু যথা স্রোতবর
অনঙ্গভীমের কীর্ত্তি করিছে প্রকাশ,
বহিছে প্রবলবেগে সদা বারমাস? ★
কিম্বা না রহিলি কেন সালিন্দীর কূলে—✡
যথায় পথিকগণ অশ্বত্থের মূলে
কাটায় আতপ-তাপ নিশ্চিন্ত-অন্তরে,
নিদ্রাবেশে নতশির শিকড়-উপরে?
কেনবা ত্যজিলি সেই সুদৃশ্য নগরী ✧
শোভে যথা গোপগিরি চিত্ত-অপহারী?
সে-সব ত্যজিয়া এবে কাঁদিবার তরে,
কেনরে আইলি তুই ফিরে নিজ ঘরে??

★ কটকের কাঠযুড়ি নদী।
✡ ভদ্রক।
✧ মেদিনীপুর।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সন্ন্যাসী

প্রথম সর্গ

(১)

ভারত-ভূমির মাঝে সুশোভিত অতি
বঙ্গদেশ; যথা গিরিসুতা ভাগীরথী
নদী-কুলেশ্বরী প্রবাহিছে নিরন্তর
খরস্রোতে পড়িবারে সাগর-ভিতর,
না মানিয়া প্রকৃতির অনুরোধ যত
থাকিতে এ রম্যদেশে। হায়! ক'ব কত,
কত যে সাধিছে রামা ল'য়ে সহচরী
বৃক্ষদলে, মধুকর বসি' তদুপরি
গুঞ্জরিছে গান তা'র ভুলাইতে মন
তটিনীর; গন্ধবহ আসি' ক্ষণে ক্ষণ
হিল্লোলে কোমল বায়ু, তুষিয়া তাহারে
পারে যদি সে নদীরে হেথা রাখিবারে।
মানে কি তটিনী, আহা! সে-সব সাধনা!
আরো বেগে যায় চলি' জুড়া'তে যাতনা
সিন্ধুকূলে, যথা নাথ তাহার আশায়
সদা চিন্তা-জ্বরে জ্বলি' দিবস কাটায়!!

(২)

এ বঙ্গভূমির মাঝে 'জনপুর'-গ্রামে
জন্মিলা সন্ন্যাসী মোর। সে-সুখের ধামে
কাটায় কৈশোর-কাল বিদ্যার চর্চ্চায়
বংশোচিত কাণ্ব-শাখা-গুরুর কৃপায়
পড়ি'। পরে কিছুদিন বেদান্ত-পঠন
করিয়া সন্ন্যাসী-স্থানে করিল অর্জ্জন
তত্ত্বজ্ঞান; সুগোপনে সন্ন্যাসী হইল।
বিবেক-বৈরাগ্য-বলে ভাবুক-প্রধান
মনে করিলেন স্থির,--ভ্রমি স্থানে স্থান
আহরিতে জ্ঞান-রত্ন,-ভাবি ইহা ধীর
সকৌপানে গৃহ হতে হইলা বাহির।
বয়স বিংশতি বর্ষ, শাস্ত্রে সুশিক্ষিত,
বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বে ছিলেন দীক্ষিত;
না ল'য়ে সঙ্গেতে অর্থ, কারে নাহি বলি'
নিশাভাগে গৃহ ত্যজি' একা গেলা চলি'।
প্রভাতে উঠিয়া তবে জননী তাঁহার
না দেখে সন্তান-মুখ, দেখিলা আন্ধার
সর্ব্বদিগে; পিতা তাঁর মান্য বহুদেশে--
না পেয়ে সন্ধান কিছু নিজে অবশেষে
পুত্রের উদ্দেশে গেলা ত্যজি' 'জন-পুর'--
নিরাশ! আইলা ফিরি' ভ্রমি বহুদূর!!

(৩)

সন্ন্যাসী চলিলা তবে ছাড়ি' নিজদেশ,
পাছে চিনা যায় বলি' ত্যজি' নিজবেশ

বিভূতি মাখিলা অঙ্গে, করেতে ত্রিশূল,
তৈল নাহি মাখি' জটা করিলা বিপুল!
কি শোভা হইলা, আহা! সে-দেহ তখন
সুন্দর সাজিলা যেন বিদ্যা করি' পণ!
এ সুন্দর সন্ন্যাসী সে-বিদ্যা নাহি চায়,
মহাবিদ্যা-তত্ত্বে ফিরে জীবন কাটায়।
হায়রে, এমন যোগী কোথা আছে আর!
না পাই দেখিতে কভু খুঁজিয়া সংসার!!

(৪)

বিদেশ যাইতে বাঞ্ছা হইল উদয়,
ভ্রামকের অন্তরেতে নাহি থাকে ভয়;
উল্লাস-নক্ষত্র উঠি' অন্তর-আকাশে
নিরাশ-তিমিরে নাশি' আশারে প্রকাশে;
দূরদেশ সুখে পূর্ণ জানায় তখন,
নিজদেশ বোধহয় শোকের ভবন;
কাঁদে তবু মন তার, প্রবোধ না মানে,
শেষে যবে দৃষ্টি করে স্বদেশের পানে।
স্বদেশে ছাড়িয়া যবে সন্ন্যাসী-প্রবর
করিলেন শুভযাত্রা, তাঁহার অন্তর
আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন হইলা তখন,
দাঁড়াইলা ক্ষণকাল করি' দরশন
পৃথিবীর সারখণ্ড, জীবন তাঁহার
যথায় লভিলা আসি' শরীর-আধার।
আঁখিদ্বয়ে বিন্দু দু'টী হইলা পতন,
ছল-ছলি মুদিলেন সজল-নয়ন;
ক্ষণকাল পরে তবে সে পুরী সম্ভাষি'
ব্যক্ত করি' এইরূপে কহিলা সন্ন্যাসী,--
দেখিয়া তোমার মুখ বিদরে অন্তর,
কেমনে তোমারে ছাড়ি' র'ব নিরন্তর?
আমার জননী-ভূমি! বিচ্ছেদে তোমার
কতকাল কাঁদিবেক অন্তর আমার?
সে-শোক ভুলিব, মাতা বিদেশে যখন
প্রকৃতির প্রেমে বদ্ধ হ'বে মম মন;
আর দেখ, জননী গো! যদি চ বিদেশে
জীব-হারা হই আমি ভ্রমি' অবশেষে,
কিছু নাহি তোমা প্রতি করিয়াছি ব'লে
তবু যেন শাপ নাহি দিয়ো গো সরলে!
দান-শক্তি কে না জানে অগাধ তোমার,
ক্ষমা-দান মাগে তব অক্ষম কুমার;
ত্যজিয়াছি মায়া সব, জানিয়াছি সার--
আমার এ ধরাতল---বিস্তার-সংসার;
তরুতল--গৃহ, মম ভক্ষ্যদ্রব্য--ফল,
পানীয় আমার মাত্র--সরোবর-জল।
দেও গো বিদায় মাতা তোমার সন্তানে
যাইতে বিদেশে এবে জ্ঞানের সন্ধানে।
উত্তরিল প্রতিধ্বনি 'বিদায়' বলিয়া,
আঁখি পুঁছি' জ্ঞানীবর গেলেন চলিয়া--
যায় যায় তবু ফিরে নেত্রপাত করে,
ক্রমে ক্রমে দূরগত স্বদেশ-উপরে;
প্রভাত হইলা নিশি, উদিলা তখন
উদয়-পর্ব্বতে তবে অদিতি-নন্দন
রশ্মিময়, নাশি' তমঃ। ত্যজি' ধরাতল
পলাইলা অন্ধকার, স্পর্শিয়া শীতল
ব্যয় উত্তাপ যেমন, বরষা-সময়ে
পলায় ছাড়িয়া স্থান বিপক্ষের ভয়ে;
তেজহীন অর্দ্ধশশী কাঁদিছে গগনে,
হারাইয়া রাজ্য তার সূর্য্য-সহ রণে;
তারা-সৈন্যদল এবে করি' পলায়ন
একেবারে সকলেতে হল অদর্শন;
এখনো রয়েছে কিন্তু একটি প্রহরী

মলিন বদন তার; চরণেতে ধরি'
সাধিতেছে তারানাথে হ'তে অদর্শন,
না হেরিতে বিজয়ীর সরোষ বদন;
হায়রে বিধাতঃ! তোর নাহিক অসাধ্য
এ ভব-মণ্ডলে, সবে তোর কাছে বাধ্য!
যে শশী উজ্জ্বলে সদা হরের কপালে,
কাঁদালি তাহারে এবে ফেলিয়া জঞ্জালে!!

(৫)

ঊষা আগমনে তবে আনন্দ-অন্তরে
গাইতে লাগিলা পাখী ডালের উপরে;
সুমিষ্ট মলয়-বায়ু বহিতে লাগিলা,
নিদ্রা ত্যজি' নরগণ অচিরে উঠিলা;
এমন সময়ে সেই সন্ন্যাসী-প্রধান
জাহ্নবী হইলা পার। বাষ্পীয়-বিমান
চলে আপনার তেজে, কি কহিব আর,
ক্ষণমাত্র স্রোতস্বতী হইলেক পার---
চলিলা সন্ন্যাসীবর, কিন্তু নাহি জানে
কোথা উত্তরিবে সেই দিবা-অবসানে;
চিন্তা আর নাহি তার দহিছে অন্তর!
ঈশ্বরের ভাব মনে জাগে নিরন্তর,
বিশ্বাস জাগিছে সদা সন্ন্যাসীর মনে--
পালেন ঈশ্বর নিত্য তাঁহার নন্দনে;
খেলায় যদিও মত্ত অবোধ সন্তান,
তারে খাওয়াইতে তবু পিতা যত্নবান্;
তেমতি যদ্যপি মোরা ভুলি নিজকাজ,
যোগাইবে আনি' খাদ্য সেই বিশ্বরাজ।।

(৬)

এইরূপে সে-সন্ন্যাসী কত কতদিন
বেড়াইল গ্রামে গ্রামে সদা চিন্তাহীন!
কখন বৃক্ষের তলে, কভু নদী-তীরে,
কভু গৃহস্থের ঘরে,---অতিথি-মন্দিরে!
কভু দধি-পিঠা, কভু সু-অন্ন-ব্যঞ্জন,
কভু ক্ষীর-চিপিটক করেন ভোজন;
যাহা যবে মিলে যথা ভোজনের কালে
সুখেতে খাইয়া তাহা নিজ দেহ পালে;
জাতি-ধন-অভিমানশূন্য যাঁর মন,
কষ্ট কভু নাহি পায় সেই মহাজন।
যেখানে যখন পায় তত্ত্বের বিচার,
হৃষ্টমনে রহে তথা সন্ন্যাসী আমার!
গৃহে যবে ছিল মোর সন্ন্যাসী-প্রবর,
ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ ছিল তাঁহার অন্তর
বহুদিন। পরে নব্যবাদিগণ-সঙ্গে
কিছু দ্বৈত উপাসনা উঠে মনে রঙ্গে!
অতএব মিশ্রবাদী আমার সন্ন্যাসী---
কিছু ভক্তি, কিছু জ্ঞান-তত্ত্বের প্রয়াসী!
পৌত্তলিক--মতে তার না ছিল প্রয়াস,
কেবল অদ্বৈতবাদে ছিল তার ত্রাস;
পাপে ঘৃণা, সত্যে স্পৃহা, জড়েতে বিরাগ,--
এই তিনধর্ম্মে ন্যাসী সদা মহাভাগ;
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস
যদিও না ছিল,তবু বৈরাগ্য-বিলাস
জাগিত হৃদয়ে তাঁর। বিবাহ না করি'
ছাড়িয়াছিলেন গৃহ যতি-লিঙ্গ ধরি'।।

(৭)

এইরূপে কতিপয় মাস হইল গত,
গ্রামে গ্রামে ভ্রমে ন্যাসী দৃঢ় তত্ত্বব্রত;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে চলে যতিবর,
সম্মুখে দেখিল এক সুচারু নগর---
সুরম্য উদ্যান এক নানা বৃক্ষে শোভে,

ভ্রমিছে ভ্রমর-দল ফুল-মধু-লোভে;
দেখিল উদ্যান-মাঝে দীর্ঘ সরোবর,
নির্ম্মল জলেতে পূর্ণ অতি মনোহর;
একপাশে দেখিল সে গৃহ একখান
অবারিত আছে দ্বার, হাটের সমান;
প্রবেশি' তাহাতে দেখে নাহি কোনজন,
খট্ট এক পড়ি' আছে সুন্দর গঠন।
বসিলা সন্ন্যাসী তবে দিবা-অবসানে,
কাটাইতে রাত্রকাল ঈশ্বরের ধ্যানে;
ক্রমেতে হইল নিশি গগনেতে ঘোর,
নবীন সন্ন্যাসী তবে নিদ্রায় বিভোর,
শুইলেন গৃহমাঝে স্মরিয়া ঈশ্বরে,
উপাসনা-বাক্য এই কহি' ততঃপরে,---
হে প্রভো জগদীশ্বর! তোমার কৃপায়
লভিয়াছি কলেবর, ডাকি হে তোমায়
এ ঘোর নিশিতে আমি, বিদেশ-ভিতরে
শয়ন করিনু আমি নির্ভয়-অন্তরে।
বিপদ হইতে তুমি রক্ষিবে আমায়,
নিদ্রাকালে যেন কিছু নাহি পড়ে দায়--
এত বলি' নিদ্রা গেলা ন্যাসী-চূড়ামণি,
দিবসের কষ্ট সব ভুলিয়া অমনি।
নিশা না হইতে ভোর চমকি' উঠিলা,
নিদ্রা হ'তে যতীশ্বর বিস্ময় দেখিলা,--
বান্ধিতেছে হস্ত তার; আর দুইজন
পার্শ্বদেশে বাঁধা হ'য়ে করিছে রোদন;
জিজ্ঞাসিলা,--মন হস্ত বাঁধ কি -কারণে?
কি-দোষে যতিকে ধর সবে অকারণে?
কোথা হ'তে আসিয়াছ, লইব কোথায়,
নির্দ্দোষীকে কেন আজ ঘটাইবে দায়?
কহিল রক্ষকগণ সক্রোধ-নয়নে,----
যোগিবেশে দুষ্টপণা কর কি-কারণে?
জাননা, কি-কর্ম্মফল লভিবে এখনি,
চুরি করি' সাধু হ'বে দুষ্ট-চূড়ামণি?
বিস্ময় হইয়া যতি ভাবিলা অন্তরে--
বিভু বিনা এ বিপদে কেবা রক্ষা করে!
রক্ষক-প্রহরীগণ বাঁধি' হস্ত তার,
ল'য়ে গেল সে যতিরে যথা কারাগার
সুদুর্গম! মনোকষ্টে, অন্নকষ্টে হায়!
রহিলা সন্ন্যাসী চোর-ডাকাতের প্রায়!
স্বীয় কর্ম্মফল জীব ভুগিবে নিশ্চয়,
কর্ম্মফলদাতা হরি--সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
এ হেন বিশুদ্ধ যতি পূর্ব্ব-কর্ম্মফলে,
সঙ্কটে পড়িল আজ দেখহ সকলে!!

(৮)

কয়দিন পরে তবে আসি' দূতগণে,
ল'য়ে গেলা সন্ন্যাসীরে বিচার-ভবনে---
বসেছে বিচারপতি কাষ্ঠের আসনে,
দৌবারিক সারি সারি ল'য়ে বন্দিগণে
দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা; ধার্ম্মিক-প্রবর
ধীরমূর্ত্তি আজ্ঞা দিলা কতক্ষণ পর,--
আনহ প্রহরীগণ যতিবেশ-চোরে,
বিচারিব তারে আগে প্রথম নম্বরে।
আরম্ভিলা সে মিছিল ধীমান্ পেস্কার,
ঝড় আগে পড়ে নথী-পত্র বার-বার;
মিছিল হইলে পড়া সাক্ষীর প্রমাণ
লইলেন ধর্ম্মরাজ অতি যত্নবান্।
কিরূপে নিশ্চয় সত্য যাইবেক জানা,
পরস্পর শিখাইতে করিলেন মানা;
সন্ন্যাসীরে ডাকি বলে,---বলহ নিশ্চয়,
চুরি করিয়াছ কি না? না করিহ ভয়

কিছু মনে। যাহা ইচ্ছা তাহা বল এবে,
বিচার-আলয়ে সত্য প্রকাশ হইবে।
কিছুই না জানি আমি, কেন যে আমারে
আনিল এখানে সবে, কিসের বিচারে?—
কহিল সন্ন্যাসীবর। ধর্ম্ম-অবতার
শীঘ্র লিখিলেন নিজে কথাটী তাহার।
পুনঃ প্রশ্ন হৈল তবে,—সাক্ষী কোন্ জন?
'হরি মোর সাক্ষী'—ন্যাসী করে নিবেদন।
কোথা বাস হরির সে,—পেস্কার জিজ্ঞাসে,
'বৈকুণ্ঠ নগর' বলি' ন্যাসী মৃদু হাসে।
বিচারের দিন পরিবর্ত্তন হইল,
হরিকে আসিতে আজ্ঞা-পত্রিকা চলিল।।

(৯)

দ্বিতীয় বিচার-দিনে না আসিল হরি—
সাক্ষী; বিচারক তবে আলোচনা করি'
নথী দেখিলেন,—সন্ন্যাসীপ্রবর
চৌর্য্যদোষে দোষী বটে, প্রাচীন তস্কর;
উপস্থিত সন্ন্যাসীরে ডাকিয়া তথায়,
শুনাইল বজ্রসম আপনার রায়;—
বহুদিন দুষ্টপণা করিয়াছ যোগী,
এতদিনে হ'বে তুমি কর্ম্মফলভোগী;
দীপান্তরে যাও তুমি তুমি দশবর্ষ তরে,
দেশ-মুখ আর নাহি দেখিবে সত্বরে—
নীরবে বিচারপতি। সন্ন্যাসী শুনিল,
ত্যজিয়া নিঃশ্বাস দীর্ঘ অমনি চলিল!
স্মরিলা জগদীশ্বরে বিপদ-সময়ে,
কম্পিত হইল তা'র কলেবর ভয়ে;
ধৈর্য্যগুণে তবু তাহা রহে অপ্রকাশ,
সময়ে সময়ে মাত্র ছাড়েন নিঃশ্বাস।।

(১০)

নির্দ্ধারিত দিন এল; কারাগার হৈতে
বন্দীগণে ল'য়ে যায় জাহাজে তুলিতে,
'জেনোবিয়া' নামে সেই অর্ণব-বিমান,
জাহ্নবীর বক্ষে শোভে জাহাজ-প্রধান।
তুলিলা লইয়া সবে যান অন্তরালে,
সকম্পিত-কলেবর নবমীর কালে
ছাগ যেন বাঁধা হাড়ে, সেই যান-বাসী
হইয়াছে এতদিনে আমার সন্ন্যাসী!
উড়িলা পতাকা তবে, হৈল শব্দ ঘোর,
চলিলা বিমানবর ল'য়ে যত চোর!
বহিলা দক্ষিণবায়ু শন্-শন্ স্বরে,
বাষ্প-তেজে চলে যান জলের উপরে
কাটি' যত উর্ম্মিদলে। ঘোর প্রহরণে
কাঁপিলা তটিনী গঙ্গা, বায়ু স্বন্ স্বনে
বধির হইল কর্ণ! ক্ষুদ্র তরি যত
জলবেগে উঠে, পড়ে মোচা-খোলা মত,
মহাতেজে চলে যান না মানে তরঙ্গ,
সাগরাভিমুখে চলে করি' নানা রঙ্গ।।

(১১)

হায়রে সন্ন্যাসী মোর বিরস-বদনে
দাঁড়ায়েছে কাষ্ঠ ধরি' সজল-নয়নে,
নিরখিছে বঙ্গভূমি—পৃথ্বী-অহঙ্কার।
"আর কি দেখিব মাতা বদন তোমার?"
আধ আধ বলি' তবে হইল নীরব,
পড়িল নয়নে অশ্রু শোকেতে উদ্ভব,
জটায় পুঁছিলা আঁখি বস্ত্র নাহি তার,
দিগম্বর সন্ন্যাসীর কৌপনটী সার!
ত্রিশূল ল'য়েছে কেড়ে কমণ্ডলু-সহ,

ছিড়িয়া দিয়াছে মালা করিয়া কলহ,
শোভাহীন যোগী এবে চোর বলি' খ্যাত,
যাইতেছে দ্বীপান্তরে দেশেতে অজ্ঞাত!
কতদূরে গেল দেখা সাগরে জল
নীলবর্ণ; উর্ম্মিচয় করি' কোলাহল
পড়িছে কে কার অঙ্গে, মাতাল যেমতি
উঠে পড়ে অকারণে মদে ছন্নমতি!
কত যে হ'তেছে শব্দ বর্ণিতে কে পারে,
তালি লাগে কর্ণদেশে না শুনি কাহারে,
বায়ুগণ মল্লযুদ্ধ করে তদুপরে
নাশিয়া জলের শান্ত; সিন্ধুর উদরে
খেলিছে বিপুল জীব, দেখে লাগে ভয়,
দেখিলে সে দৃশ্য মনে হয় যমালয়!
নীচে এইরূপ দৃশ্য, উপরে তেমন
নীলবর্ণ আকাশ হইল দরশন,
ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধেছে যেন নীল আবরণে--
দেখিয়া উদিলা ভাব সন্ন্যাসীর মনে।
সে-ভাব বিশুদ্ধ অতি, ভাবে যতিবর,---
"আমার আশ্রম--মহী, সিন্ধু---সরোবর!
যথায় যাইব তথা আশ্রম আমার,
কেন মিছে করি ভয় ভাবি অন্ধকার?
করিব ঈশ্বর-সহ সদা আলাপন,
তাঁহার ভাবেতে বদ্ধ রবে মম মন"--
সাগরেতে উর্ম্মিচয় খেলিছে যেমতি
সন্তোষ যোগীর মনে নাচিছে তেমতি।।

(১২)

আইলা গোধূলী-কাল রবি গেলা দূরে,
আঁধার আসিয়া ঘেরে সে জলধি-পুরে,
ক্রমে ক্রমে তারাগণ হইল উদয়,
আসিয়া উদিলা তবে চন্দ্র আলোময়
প্রকাশিলা দিক্‌দশ। নাবিক তখন
জাগাইলা যানবর করি' সুশোভন
জলধির বক্ষঃস্থল; জলবাসী সবে
আনন্দে হইয়া মত্ত খেলা করে তবে
ঘেরিয়া যানের অঙ্গে, যেন শিশুগণে
মাতার কোলেতে খেলে সন্ধ্যা আগমনে।
ক্রমে নিশি হলো ঘোর, নাবিক শুইল,
পোতবাসীগণে নিদ্রা আশ্রয় করিল;
সন্ন্যাসী জাগিছে একা, কত তার মনে
উঠিতেছে ভাব সদা, অতি সংগোপনে।
কখন ভাবিছে, ---আর কি হ'বে আমার
এইরূপে কাটাইব কাল অনিবার;
কখন ভাবিছে,--যদি স্বাধীনতা যায়,
জীবন জানিব তবে মরণের প্রায়;
স্বাধীনতা--প্রভাকর মানব-অন্তরে
না উদিলে সুখ নাহি পৃথিবী-ভিতরে!
স্বাধীনতা--রত্নহেতু ছাড়িনু সংসার;
তাহে যদি নাহি পাব, সকলি অসার!!

(১৩)

ক্রমে তিন দিন চলে সে অর্ণব-যান
অনিবার। রাত্রিদিন চলিছে সমান!
চতুর্থ নিশায় দেখ দৈবের ঘটনে
বিপদ হইল ঘোর অদ্ভুত বর্ণনে!
দেখিলা সন্ন্যাসী ক্রমে কাদম্বিনী-দল
ঘেরিলা আকাশে আসি'; ঝটিকা প্রবল
স্বনিল প্রবল বেগে; তবে প্রবাহিলা
প্রকাণ্ড মূরতি উর্ম্মি; বিজলী হাসিলা

মেলি' রত্নময় দন্ত; গর্জ্জিলা অশনি;
সচকিত উঠিলেক নাবিক অমনি!
হেরিয়া চৌদিকে পূর্ণ আপদেতে তবে,
ডাকিলা কাণ্ডারীবর—"উঠ উঠ সবে"!!

(১৪)

জাগিয়া উঠিলা তবে যানবাসীগণ,
দেখিলা চৌদিকে মাত্র মৃত্যুর বদন!
"হায়রে"! কাঁদিলা সবে, হায়রে বিধাতা,
কেন আমাদের প্রতি তুই দুঃখদাতা!
যদিবা বিচারে বাঁচি এবে গেল প্রাণ
জলধি ভিতরে পড়ি, দৈবের বিধান!
নীরবিলা ভয়ে সবে। প্রবল তরঙ্গ
যান-সহ আরম্ভিলা নানামত রঙ্গ!
পড়িছে দধীচি অস্থি কড় কড় স্বরে,
চিকুরিছে ক্ষণপ্রভা মস্তক-উপরে;
তরঙ্গ প্রকাণ্ড আসি' করে প্রহরণ,
ছিঁড়িল নোঙ্গরবর, অস্থির তখন
হইল অর্ণব-যান; ভয়ে ছন্নমতি
হইল কাণ্ডারীবর দেখিয়া দুর্গতি!
উঠিল ক্রন্দন-ধ্বনি মহা কলরবে,
আপন-আপন দেবে ডাকিলেক সবে;
হিন্দু যারা ছিল তারা ডাকিল দুর্গায়,
মুসলমান বন্দীগণ ডাকিল আল্লায়;
প্রার্থনা করিতে তবে বসিলা খৃষ্টান,
হাটু গাড়ি' কর যুড়ি' অতি যত্নবান্;
সন্ন্যাসী আমার হ'য়ে হরিষে বিষাদ
ভাবিলেন,--কি আবার ঘটিলা প্রমাদ;
মনে ত' ধৈর্য্যকে আনি' স্মরিলা ঈশ্বর,
কে আর তরিবে সে বিপদ-সাগর!!

(১৫)

কোন দেব না আইলা সে বিপদ-কালে
রক্ষিতে অর্ণব-যান; মিছে ভ্রমজালে
কাঁদিলা অর্ণব-বাসী হইয়া নিরাশ
জীবনের আশা হ'তে, ছাড়িলা নিঃশ্বাস।
প্রলয়-লহরীমালা হ'য়ে বেগবতী
চলিলা লইয়া যানে, যেন স্রোতস্বতী
মহাবেগে তৃণ ল'য়ে চলে সিন্ধু যথা;
হায়রে, বর্ণিবে কেবা সে দুঃখের কথা!!

(১৬)

কত দূরে গিরিশৃঙ্গ অতি মনোহর!
দেখা গেল জলোপরে, যেন সে ভূধর
প্রলয়-সংবাদ পেয়ে তুলিয়াছে মাথা
দেখিতে, কিরূপে সৃষ্টি নাশিবেন ধাতা!
এ হেন গিরির শৃঙ্গে সে সুন্দর যান
অকস্মাৎ লাগি তবে হলো খান খান!
দূরেতে পড়িল কেতু, কল গেলা খসি',
কাষ্ঠ সব খান খান, জলে গেলা পশি।
ডুবিলা যতেক লোক কাণ্ডারীর সহ,
করিয়া সমুদ্র-সঙ্গে তুমুল বিগ্রহ!
না জানি, বাঁচিল কেবা সে বিপদ-কালে!
জীবন লিখিলা বিধি কাহার কপালে!!

(১৭)

বাঁচিলা সন্ন্যাসীবর ধরি' কি উপায়,
এতদিন পরে তাহা বলা নাহি যায়;
ঐ যে পর্ব্বত-মাঝে ন্যাসী-শিরোমণি
বসেছে মলিন-মুখ পরমাদ গণি'—
অনাহারে, চিন্তা-জ্বরে অস্থিমাত্র সার,
লম্বমান জটাজুট শিকড়-আকার!

"কত যে আপদ মোর ঘটিবেক আর,
না জানি সে-সব আমি অতি দুরাচার!"
"হায়রে" আবার বলে----"তাহে কিবা দুখ,
এ বিজন কাননেতে পা'ব বহু সুখ;
এমনো কি হয় কভু! জগত-ঈশ্বর
রাখিবেন এ দাসেরে দুঃখে নিরন্তর!
যদি বা সকলি যায় ছাড়িয়া আমায়,
একমাত্র নিত্যসখা পাইব তাঁহায়।"
কতক্ষণে ধৈর্য্য তবে বাঁধিলা অন্তরে,
না টলে তাহার মন চিন্তা--বায়ুভরে;
মহাঝড়ে হিমালয় দাঁড়ায় যেমন
না টলে শরীর তার পাইয়া পবন,
না মানে পাথর-বৃষ্টি অনিবার ধারা,
সে গিরির শৃঙ্গে পড়ি' হ'য়ে যায় হারা,---
তেমতি সন্ন্যাসী মোর বাঁধিলেন মন,
করিতে আশ্রম তার সে ঘোর গহন।
নানাজাতি বৃক্ষে শোভে সে-বন সুন্দর
লতাগণ বৃক্ষোপরে শোভে নিরন্তর;
কোমল করেতে ধরি প্রস্ফুটিত ফুল
আমোদিছে নাথ-মন করিয়া আকুল;
নানাবিধ পাখী সব সুমধুর স্বরে
তুষিতেছে বনদেবী প্রফুল্ল অন্তরে;
স্বনিছে জলজবায়ু ফুলের উপর,
তারে আমোদিয়া গন্ধ লয় নিরন্তর;
সকল আনন্দে পূর্ণ ছিল সেই বন।
সৃষ্টির প্রধান কীর্ত্তি ব্রহ্মার নন্দন
নাহি ছিল তথা মাত্র; এবে সে সন্ন্যাসী
হইলেন সে কানন-মাঝে চিরবাসী!
গিরি-গুহা হলো ঘর, তার অন্তরালে
কাটাইত কাল যোগী সদা রাত্রিকালে,
দিবা ভাগে জলদির তটেতে বসিয়া
স্মরিতেন জগন্নাথে সিন্ধু নিরখিয়া
এইরূপে যোগীবর কাটাইত কাল
চিন্তাহীন মনে সদা, রহিত-জঞ্জাল;
দৈবের ঘটনা কেবা বর্ণিবারে পারে,
জল-যান দৃষ্ট এক হলো পারাবারে!!

(১৮)

মহাতেজে আসিতেছে যান মনোহর,
কম্পিত জলধি-বারি সহ-জলচর;
সুদূরবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখিলা কাণ্ডারী
নর এক বসিয়াছে যোগী-বেশধারী;
এ নির্জ্জন বনে কেবা বসিয়াছে নর,
জানিতে নাবিকবর হইলা তৎপর;
চালাইলা জলরথ সে দ্বীপের পানে,
নিকটে আসিয়া দেখে যোগী আছে ধ্যানে--
মুদিত তাহার আঁখি। লইলা তুলিয়া
যানোপরে যোগীবরে রজ্জু নিক্ষেপিয়া,
ধ্যান ভাঙ্গি' দেখি মুনি,---জাহাজ-উপরে
উঠিয়াছে নিজকায়া। স্মরিলা ঈশ্বরে।
কাণ্ডারী আসিয়া তবে জিজ্ঞাসে তখন,--
"কোথা তব ঘর বল, হেথা কি কারণ?"
না পারিলা যতীশ্বর বুঝিতে সে কথা,
বিস্ময় হইয়া চাহে স্পন্দহীন যথা;
পরস্পর কেহ কারো কথা না বুঝিল,
ইঙ্গিতে জানিল শেষে যে-সব ঘটিল;
কিছু নাহি বলি' আর নাবিক-প্রধান
কতক্ষণে কল সারি' ছাড়ে জলযান;
সন্ন্যাসীর মনে পুনঃ আশঙ্কা হইল,
আবার আমারে ল'য়ে কোথায় চলিল!
বুঝিবা আবার সেই কারাগারে যায়--

যথা হ'তে বাঁচিলাম বিধির কৃপায়!
এই সব মনে ভাবি' মৌন হ'য়ে রয়,
যন্ত্রণা অন্তরে পুনঃ হইলা উদয়!
দেখি কিবা ঈশ্বর করেন এইবার--
আলোক পাইব, কিবা সম্পূর্ণ আঁধার!!

(১৯)

সে-দিন হইল শেষ, রজনী আসিয়া
ঘেরিলা বিপুল বিশ্ব স্বরাজ্য জানিয়া,
চলিছে জাহাজ তবু চৌম্বুক-বিজ্ঞানে,
ধন্য সে মহাত্মা যেই এগুণ-সন্ধানে
কাটাইলা দিবানিশি! পরিশ্রমে তাঁর
সন্তোষিত হ'য়ে অতি জগত-আধার
দিলেন অমূল্য জ্ঞান, যাহার প্রভাবে
দিক্ নিরূপণ হয় তারকা-অভাবে!
তিনিও সে ধন্য নর, যাঁর গুণপনা
ব্যক্ত আছে ধরাতলে, কিবা সম্ভাবনা
বর্ণিবে এ ক্ষুদ্র করি তাঁহার পৌরুষ,
ধূমযন্ত্রে সদা যাঁর উলরিছে যশ।
চলিছে জাহাজ তবু, না মানে তরঙ্গ,
ফিরিয়া যাইছে তারা রণে দিয়া ভঙ্গ;
সে ঘোর নিশীথ-কালে জাগিছে সন্ন্যাসী,
মলিন-বদনে যেন দিবসেতে শশী।
চারিদিকে জলকুল করিছে কল্লোল!
মহা বলবান বায়ু হতেছে হিল্লোল!
পতদলে যানবর অস্থির-অন্তরে
চলিতেছে ব্যস্ত সদা ধূম্রকুল-ভরে;
অন্তর তেমতি তাঁর রহিত কুশল!
আকাশ কেবলমাত্র আছে নিরমল!
উদিয়াছে অর্দ্ধচন্দ্র ল'য়ে তারাগণ,
সচিন্ত অন্তরে ন্যাসী জাগিছে তখন,
উঠিতেছে ঊর্ম্মি যেন ভাব অগণন!!

(২০)

এইরূপে দিনত্রয় হইলা বিগত,
ঊষা আগমনে তমঃ হইলেক হত;
সুদূরবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখিলা কাণ্ডারী
গঙ্গা-সাগরের কূল শোভে সারি সারি;
ডাকিয়া বলিলা তবে---"হিন্দুস্থান ওই",
অমনি চমকি যতি বলে---"কই, কই"?
সন্ন্যাসী দাঁড়ায় তবে কম্পিত-অন্তরে,
আনন্দে কাঁপিছে অঙ্গ থর থর থরে;
পুত্রশোকে মাতা যবে কাঁদে সর্ব্বক্ষণ,
আলু-থালু ধূলা মাখি" সদা অচেতন;
যদি কেহ বলে,---"ওগো! দেখনা চাহিয়া,
বাঁচিয়াছে তব সুত আছে দাঁড়াইয়া";
অমনি চমকি তবে উঠেন জননী,
কোথায় আমার বাছা কহগো সজনি?
সেইরূপ যেইকালে স্বদেশের নাম
প্রবেশ হইলা কর্ণে, ন্যাসী গুণধাম
অমনি উঠিলা ধীর সচকিত-মনে,
চারিদিকে সিন্ধু-মাঝে দেখেন নয়নে!
"চর্ম্ম-চক্ষে কেবা দেখে দূরে আছে যাহা,
না দেখি স্বদেশ-মুখ কাঁদিলেন আহা!"
(পুনরায় মন-দুঃখে) "হায়রে! সকলে
আনন্দ পায় কি কভু হাসিয়া দুর্ব্বলে?
বিধাতা যাহার প্রতি করে বিড়ম্বন,
তারে পরিহাস করে এ ধর্ম্ম কেমন?"
এত বলি' নীরবিলা ন্যাসী মহাজন,
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস এক ত্যজিলা তখন,--
ভাবিলা এখনো আছে বিধি-বিড়ম্বন!

(২১)

নিরাশ না হও তুমি সন্ন্যাসী আমার,
ঐ দেশ, বঙ্গভূমি-জননী তোমার;
ওই দেখ, জাহ্নবীর সুনির্ম্মল-ধারা,
সাগরে পড়িয়া কোথা হইতেছে হারা;
ওই দেখ, বৃক্ষচয় সুন্দর কানন,
নানাজাতি-জীবে পূর্ণ আছে সর্ব্বক্ষণ;
ওই যে বৃহৎ তরু হাত প্রসারিয়া
ডাকিছে তোমায়, দেখ, আঁখি উন্মিলিয়া;
বলিতেছে,—এস, আমার সন্ন্যাসী!
তোমার নিমিত্ত কাঁদিতেছে বঙ্গবাসী;
যে অবধি তব প্রতি হ'ল অবিচার,
বঙ্গভূমি সে অবধি হয়েছে আঁধার;
পাঠাইলা মাতা তব লইতে তোমারে,
বিলম্ব না সহে আর এস একেবারে!!

(২২)

উন্মীলি' নয়ন ন্যাসী দেখিলা তখন,—
"বঙ্গভূমি এতকালে দিলা দরশন";
অমনি প্রেমের অম্বু পড়িলা নয়নে,
গদ গদভাবে বাক্যে না সরে বদনে,
ঈশ্বর-উদ্দেশে তবে বলে যোগীবর,—
"তরিনু কৃপায় তব বিপদ সাগর;
শত ধন্যবাদ ওহে কাণ্ডারী তোমায়,
স্বদেশে আনিলে মোরে তুমি পুনরায়!!"

দ্বিতীয় সর্গ

(১)

ঐ যে সন্ন্যাসী মোর তরিয়া সাগর,
এতদিনে আসিয়াছে স্বদেশ-ভিতর,
দাঁড়াইয়া জাহ্নবীর মনোহর তীরে
দেখিছে বঙ্গের শোভা চারিদিকে ফিরে!
আনন্দে তাহার চিত্ত নাহি হয় স্থির,
কোথায় যাইতে হবে নাহি জানে ধীর;
কত মিষ্ট নিজদেশ বহুদিন পরে
লাগিলা তাহার মনে, ভাবহ অন্তরে
ভাবুক পাঠকবর্গ। বর্ণিতে সে-ভাব,
চিত্রকর-তুলি সদা ক্ষমতা অভাব;
কবির লেখনী মাত্র জানাইতে পারে
কিছু সেই ভাব-আভা, তবুও আমারে
ক্ষুদ্র কবি বলি' বাণী না দিলা আমায়
সে-গুণ সরল অতি; তাই সে তোমায়
সাধিহে পাঠকবর! সরল-অন্তরে
মানস-দর্পণে আনি' সে ভাব-সুন্দরে
দেখাহ প্রতিভা তার, জানিবে তখন
কি আনন্দে মত্ত ছিল সন্ন্যাসীর মন!
পায় কি সে সুখ কভু যেই অভাজন
কখন না করিলেক তীর্থ পর্য্যটন?
কিছুকাল সে-সন্ন্যাসী রহিয়া তথায়,
যাইতে করিলা ইচ্ছা হিমাদ্রি যথায়;
হিমাবৃত মুকুটেতে ভূষিত সতত
শাসিতেছে রাজবৎ, ক্ষুদ্রাচল যত।
অন্তরে ঈশ্বর জানি' ভয় নাহি মনে,
চলিতেছে ন্যাসীবর তীর্থ পর্য্যটনে।।

(২)

কতদিনে নাহি জানি, দেখিলা সন্ন্যাসী--
সম্মুখে শোভিছে পুরী মনোহর কাশী!
যে পুরী শিবের রাজ্য। ত্যজিয়া কৈলাস
উমাপতি সদা যথা করিছেন বাস
নিস্তারিতে নরগণে; বিহীন উপায়
যে-সকল অভাজন, যাইয়া তথায়
লভিছে অপার সুখ; অন্নদা আপনি
যাচিছে সতত অন্ন--হরের রমণী!
শোভিছে বৃহৎকায় অট্টালিকারাজি,
দুর্গ যেন শোভিতেছে অদূরে বিরাজি'।
সু-মানমন্দির দৃষ্ট হইলা তখন,
যাহে জ্ঞানিগণ দেখে গৃহ-তারাগণ
শোভিতেছে কিবা আহা! আর্য্য-অহঙ্কার--
আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তা নাহি পারে আর
প্রকাশিতে জ্ঞানগর্ব্ব, দেখিলে নয়নে
সে-মানমন্দির-শোভা; যাহা দরশনে
উলিয়াম ★ মহামতি ভক্তি করিবারে
শিখিলা হিন্দুর প্রতি, না মানি' কাহারে।
কেন হে পশ্চিমবাসী, এ আর্য্য-জাতিরে
এখনো ভাবিছ নীচ; গঙ্গা-নদীতীরে
কত যে শোভিছে কীর্ত্তি, করিছে প্রকাশ

★ Sir William Jones.

ভারতবাসীর যশ! না করে বিশ্বাস
তাহা আধুনিক লোকে! কি বলিব হায়!
সেদিন আইলা যারা অসভ্যের প্রায়
ত্যজিয়া কানন ঘোর, তারাও না মানে
এ বিপুল যশ, আহা! মত্ত মধুপানে!
ত্যজিয়া সে মিথ্যা গর্ব্ব সকলে এখন,
গাও হে সে আর্য্য-যশ করি' এক মন;
যদিও হ'য়েছে তব জ্ঞানের উদয়
গাইতে জ্যেষ্ঠের যশ লজ্জা নাহি হয়,
তবে কেন বালকের মিথ্যা অহঙ্কারে
না মানিবে গুরুজনে তবু বারে বারে??

(৩)

ত্যজি' পুরী-বারাণসী সন্ন্যাসী তখন,
কতদিনে উত্তরিলা অযোধ্যা-ভুবন।
অপূর্ব্ব সে পুরী আহা! দেখিলে নয়নে
রঘুবংশ-কীর্ত্তি পড়ে পথিকের মনে।
বহিছে সরযু-নদী সত্বর-গমনে
গাহিয়া রঘুর কীর্ত্তি বাল্মিকীর সনে;
যে-নদী-তটেতে বসি' প্রকৃতি-সুন্দরী,
কাঁদিতেছে অবিরত ধৈর্য্য নাহি ধরি'
শ্রীরামের তরে হায়! তাই সে তটিনী—
সে রামার অশ্রুনীরে সদা পাগলিনী
ধাইছে অধীর গতি, সহিতে না পরি
সে-দেবীর মনোদুঃখ,—নয়নের বারি!!

(৪)

সম্মুখে দেখিলা ন্যাসী দুর্গ মনোহর,
শোভিতেছে যেন এক প্রকাণ্ড ভূধর!
যথায় লক্ষ্মণ বীর করিতেন বাস,
এবে হইয়াছে তাহা যবন-নিবাস!
অদ্যাবধি লক্ষ্মণের সুপ্রসিদ্ধ নামে,
সে-স্থানে নিবাসিগণ ডাকে সেই ধামে।
মনুষ্য মরিলে তবু নাম নাহি মরে,
কীর্ত্তি যদি থাকে তার পৃথিবী-ভিতরে।
কেনরে এ পুরী আজি দেখি রুদ্ধদ্বার,
পবন আনিছে মাত্র শব্দ মার মার?
কোলাহল ঘোরতর পুরীর ভিতরে—
নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ঝন ঝন স্বরে
বোধিছে পথিক-কর্ণ; দুর্গোপরে বসি'
কেন ঐ বীরবর শানিতেছে অসি?
ক্ষণেকে ক্ষণেকে দেখে দূরে কেবা যায়,
কি কারণে, মূষালোভী বিড়ালের প্রায়
ক্ষণেকে ক্ষণেকে শুনি ক্রন্দনের ধ্বনি
উঠিছে গগনে ঘোর, ক্ষণেকে অমনি
নিস্তব্ধ হ'য়েছে ধরা; কেনরে এমন
বিষম জঞ্জাল আজি করিরে দর্শন!!

(৫)

দুর্গের সম্মুখে দেখ বীর অগণন,
নাশিতে দেশের শান্তি করেছে মিলন
শিবির স্থাপিয়া তথা; পেতেছে কামান
ভাঙ্গিতে এ দুর্গবরে করিয়া সন্ধান;
অগণ্য প্রহরীগণ দুর্গের ঘেরিয়া
সঘনে আসিছে সবে ফিরিয়া ফিরিয়া,
শোভে হাতে অগ্নি-অস্ত্র আহা মরি মরি!
রক্ষপুরী ঘেরে যেন রামের প্রহরী!
শিবির ভিতরে সবে আনন্দ-অন্তরে,
মারিবে সে দুর্গ কালি, আছে মনে ক'রে।।

(৬)

আনিয়াছে কেবা এই বিদ্রোহী সেনানী
মারিতে এ দুর্গবরে, এখনো না জানি!
কেবা এ দুর্গেতে আছে রুদ্ধ করি' দ্বার,
দেখিতেছে চতুর্দ্দিকে দুঃখ পারাবার?
কি ভাগ্য ঘটিবে সবে জানিবার তরে
রহিলা সন্ন্যাসী তথা নির্ভয়-অন্তরে;
রাজ্যহেতু দুই পক্ষে হইতেছে রণ,
সন্ন্যাসী ডরিবে তাহে কিসের কারণ??

(৭)

ছয়শত-রণ-প্রিয় পদাতিক যোধ
রক্ষিতেছে দুর্গবরে করি' দ্বার রোধ;
অবলা কামিনী আর শিশু কয়জন
সে-দুর্গ-ভিতরে আসি' লয়েছে শরণ;
তাই সে 'ইঙ্গলী' নামে সেনাপতিবর
রহিলা সসৈন্যে সেই দুর্গের ভিতর;
না পারিলা বাহিরিতে। তাই সে বাঁচিলা
বিদ্রোহী পামরবর্গ, সম্মুখে রহিলা
জীবিত কয়েকদিন; তা না হ'লে হায়,
সে বীরের হাতে পড়ি' লুটিত ধূলায়
বিদ্রোহী পামরগণ কতদিন আগে!
আইলা সে দুষ্ট যবে দুর্গ-বহির্ভাগে!!

(৮)

আইলা দুর্ম্মতি 'নানা' বিদ্রোহী-প্রধান
লইয়া অসংখ্য যোধ করিতে সন্ধান।
সকলেরে আদেশিলা সে দুর্গের পতি
আনিতে অসংখ্য গোলা, অতি দুষ্টমতি!
একে চায়, আরে পায়, প্রভুর আদেশে
ধাইলা সমরী সব পরি' নিজবেশে,
হানিলা কামান-গোলা দুম্ দুম্ স্বরে,
মারিলা বন্দুক-গুলি দুর্গের উপরে;
তুরঙ্গে উঠিয়া কত হইলা বাহির
চলিলা হ্রে যিয়া বাজি গমন অধীর;
বাহিরিলা পতাদিক অসি-চর্ম্ম করে,
বাহিরায় ফণী যেন ত্যজিয়া বিবরে,
ধরি' ফণা ক্রোধভরে, নাশিতে সে-জনে
ছত্র ধরি' যায় যেই তাহার সদনে।
একবারে সৈন্যগণ করে আক্রমণ
চতুর্দ্দিকে সেই দুর্গ;-ভয়েতে তখন
কাঁপিলা সন্ন্যাসীবর শুনি রণ-শব্দ,
অমনি তাঁহার কর্ণে লাগিলেক স্তব্ধ!!

(৯)

চমকি' উঠিলা তবে দুর্গবাসিগণ,
স্বীয় স্বীয় অস্ত্র ল'য়ে দাঁড়ায় তখন--
যে যার আপন স্থানে। সেনাপতিবর
উঠিলেন দেখিবারে প্রাচীর-উপর,
দেখিয়া অসংখ্য সৈন্য ভাবিলা অন্তরে,
কিরূপে রক্ষিবে এবে সেই দুর্গবরে;
বারেক ভাবিলা বীর ল'য়ে সৈন্যদল,
বাহির হইয়া জ্বালাইব যুদ্ধানল;
আবার মনেতে ভাবে,---কিরূপে এখন
এত অল্প সৈন্য ল'য়ে আরম্ভিব রণ?
সাত পাঁচ ভাবি' তবে করিলেন স্থির,--
দুর্গ ছাড়ি' এই কালে না হ'ব বাহির।
বাজাইলা রণবাদ্য করিতে উল্লাস
আপনার সৈন্যগণ, বিপক্ষের ত্রাস!
দাঁড়াইলা বীরগণ শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে,
দুর্গের প্রাচীরোপরি নিজ-অস্ত্র ল'য়ে!
ডাকিয়া বলিলা তবে সেনাপতিবর,---

রাখ, এই দুর্গে আজি না করি সমর
ঘোরতর; দেখ, যেন বিপক্ষের দল
আমাদের বদ্ধ দেখি', জানিয়া সবল
নিজ-সৈন্য না লঙেঘ এ প্রাচীর বিস্তার,
সতর্কে রহিলে সবে পাইবে নিস্তার।।

(১০)

এই যে বিপক্ষ এক বিবিধ কৌশলে
পেয়েছে প্রাচীর-মাথা, উঠি' বাহুবলে
ডাকিতেছে দাড়ি নাড়ি' নিজ দলবল,
উঠিয়া সে-স্থানে তারে করিতে সবল
বিপক্ষের বিপক্ষেতে। "গেল বুঝি হায়,
এ দুর্গ সুন্দর!"---বলি' সবে তথা ধায়।।

(১১)

ক্রোধবশে অসি-করে 'নেলসান' বীর,
কোপেতে অন্তর তার হয়েছে অধীর,
উঠিলা প্রাচীর তবে; ডাকিলা তখন
সে দুষ্ট বিপক্ষ বীরে করিবারে রণ।
ধাইলা দুরন্ত রিপু করিতে সমর,
উলঙ্গিত অসি তার শোভিতেছে কর;
যেমতি সে পুরাকালে দ্রোণের নন্দন
চন্দ্রচূড়-সহ করিবারে মাগে রণ,
সেইরূপ এ দুরাত্মা 'নেলসান'-সহ
করিতে আইলা দ্রুত সম্মুখ-বিগ্রহ!
শীঘ্র আসি' মারে তবে খরষাণ অসি,
'নেলসানের' অঙ্গ-বস্ত্রে গেলা তাহা পশি'।
হাসিয়া সে বীরবর ধরে তার হাত,
বক্ষে তার মারে, যে অশণি-আঘাত!
অচেতন হ'য়ে পড়ে মুষল ইমান্,
তুলে তারে হস্ত ধরি' বীর 'নেল্সান';
নিক্ষেপে প্রাচীর হ'তে। হুড় মূড় স্বরে
পড়িলা দুরন্ত বীর ভূমের উপরে
নতশির, ভেদি বায়ু-দৃষ্টি ভয়ঙ্কর!
কাঁপিলা ভয়েতে তবে যতেক পামর।
সেদিনের মত সবে ভঙ্গ দিলা রণে,
রণবার্ত্তা ল'য়ে গেলা 'নানা'র সদনে;
বলিলা দুর্ম্মতি-'নানা',--ধিক্ বীরগণে,
ধিক্ তোমাদের অসি! না পারিলা রণে
মারিতে সে কয়জন ইংরাজ-সন্তান,
বিদেশে আসিয়া তারা এত বলবান?
কালি প্রাতে পুনরায় কর আক্রমণ
সে দুর্গ প্রফুল্ল-মনে, করি প্রাণপণ।
নীরবিলা 'নানা' ক্রূর তখনি ঘোষিলা
সর্ব্বদিকে----এই কথা দুর্গেতে পশিলা।
শুনিয়া এ সব বার্ত্তা দুর্গবাসিগণ,
ভয়েতে কাতর হ'য়ে করিলা রোদন।।

(১২)

দিবাকর চলি' গেলা পশ্চিম-অচলে
কাটাইতে নিশাকাল। অতি কোলাহলে
দক্ষিণ বিভাগ কম্প হইলা তখন,
পুনরায় যেন তথা আরম্ভিলা রণ
দুরন্ত বিদ্রোহীগণে; চমকি অমনি
উঠিলা সেনানী সব, শুনি রণ-ধ্বনি!
যেমতি বিবরে শুয়ে থাকে পশুপতি,
শুনিয়া ব্যাধের বাঁশি ধায় বায়ুগতি
সচকিত ক্রোধভরে, তেমতি তখন
উঠে সেনাপতি বীর করিবারে রণ!
অবলা স্ত্রীলোকগণ দেখিলা আবার
চতুর্দ্দিকে সীমাহীন দুঃখ পারাবার!

কাঁদিলা মনেতে পুনঃ হায়রে! কি লাগি
আইনু আমরা হেথা হ'য়ে দেশত্যাগী!
পাইব এতেক দুঃখ জানিতাম যদি
তবে কি হইয়া পার এত নদ-নদী,
সমুদ্র-মোহানা, আর দেশ কতশত—
আসিতাম হিন্দুস্থানে হইবারে হত!
যবে মম প্রাণনাথ কহিলেন আসি',—
''চল প্রিয়ে! হ'ব মোরা পূর্ব্বদেশবাসী,
সদাই সুখের মুখ দেখিব তথায়;
শুনেছি সে-দেশে লোক দুঃখ নাহি পায়,
না জানে অভাব-জ্বালা; নাহিক শীতল
সমীরণ প্রহরণ, আকাশ নির্ম্মল
থাকে সদা মেঘহীন, রহিত তুষার,
কুজ্ঝটিকা নাহি করে দেশ অন্ধকার।''
তখনি কহিনু তাঁরে করিয়া বিনয়,—
''মৃগতৃষ্ণা মাত্র ইচ্ছা বিদেশে নিশ্চয়!
বিদেশে কেবল, নাথ! পাইবে অসুখ,
ভাগ্যদেব কভু কভু হইবে বিমুখ'';
কত যে বুঝানু তাঁরে কথার ছলনে,
রহিতে সাধিনু দেশে সুমিষ্ট-বচনে;
তবু না বুঝিলা নাথ, লইয়া আমারে
আসিলেন দেশান্তরে কৃতান্ত-আগারে;
কহিতে নারিলা আর শোকে বদ্ধস্বর,
অমনি নয়নে বারি ঝরে ঝর ঝর।।

(১৩)

''রোদন না কর আর দুর্গবাসিগণ''—
উচ্চারিলা দৈববাণী; নিশীথে স্বপন
জাগায় নিদ্রিতে যেন, সেইরূপে তবে
সচকিত করিলেক দুর্গবাসী সবে।
সতক্ষণ পরে তবে প্রাকশ হইল,
মানসিংহ দলবলে তথায় আসিল
রাখিতে সে দুর্গবরে; উদিলা তখনি
দুর্গবাসিগণ-মনি আশা-দিনমণি—
নাশি' ত্রাস-অন্ধকারে। যেন পুরাকাল
[যবে সত্যব্রত (নোয়া ★) দেখিলা অকালে
প্রলয়ের ভীম মুখ] জল-কুলেশ্বর
ডুবাইলা ধরা, আর অচল বিস্তর!
তবে মৎস্যরূপী দেব মেঘে আদেশিলা
বিশ্রামিতে কিছুকাল, সাগর ফিরিলা
আপন সীমার মাঝে, উচ্চাচলে যারা
আছিলা প্রাণের ভয়ে, দেখিলেক তারা
প্রলয়ের নিবারণ; আনন্দে মাতিলা
তবে যে যাহার স্থানে, গৃহ আরম্ভিলা
তেমতি এ দুর্গবাসী, শুনিলা যখন
আসিয়াছে মানসিংহ করিতে রক্ষণ
সে-সবারে; সেইরূপ উপজিলা সুখ
সে-সবার অন্তরেতে, পলাইলা দুঃখ।
হায়রে! বিভুর কিবা মহিমা অপার,
সুখ হয় চতুর্গুণ দুঃখ হলে পার!!

(১৪)

ওই দেখ, পলাইছে বিদ্রোহী সেনানী
ছাড়িয়া এ দুর্গ-আশা; কেন নাহি জানি,
বুঝি মানসিংহ-ডরে পলাইছে সবে,
শৃগাল পালায় যেন সিংহ দেখে যবে;

★ হিন্দুশাস্ত্রে যিনি সত্যব্রত নামে বিদিত, বাইবেল গ্রন্থে তিনিই নোয়া বলিয়া কথিত আছেন।

কত ব্যস্ত উঠাইছে বৃহৎ শিবির!
কত ব্যস্ত অস্ত্র ল'য়ে সরে যত বীর!
কেনরে নির্ব্বোধ 'নানা' পলাবি এখন,
কেন তুই আরম্ভিলি এ প্রকার রণ?
না জান সত্যের কভু ধ্বংস নাহি হয়,
অধর্ম্মে সকল নষ্ট,---সর্ব্বশাস্ত্রে করয়;
ধিক্ তোরে নরাধম দুরন্ত পামর,
ধিক্ তোর বংশ, আর জননী-জঠর!
তোর কার্য্য মনে হ'লে শোণিত শুকায়,
অবলা-বালক মারি' কি হইল হায়!
সেই কুম্ভীপাক ঘোর কৃতান্ত-নগরে--
রহিয়াছে মুখ মেলি,' দুষ্ট! তোর তরে!!

(১৫)

দেখিয়া রণের শেষ সন্ন্যাসী চলিলা,
ত্যজি' কত দেশ হিমালয়ে উত্তরিলা---
ধবল-বরণ-গিরি তুষারে ভূষিত,
দেবতা-নিবাস সদা জগতে বিদিত;
শত শত শৃঙ্গ শোভে তারকা যেমতি,
নির্ম্মল আকাশে শোভে সহ নিশাপতি।
এমন নির্জ্জন স্থানে ঈশ্বরের ভাব,
ভাবুকের অন্তরেতে হয় আবির্ভাব!
ভক্তির সলিলে চিত্ত ডুবে একেবারে,
বাহ্য বোধ নাহি থাকে মানস-আধারে।
কিছুকাল ন্যাসীবর রহিলা তথায়,
মন তার মগ্ন সদা ঈশ্বর-চিন্তায়।।

(১৬)

তোমার চরণে নমি সন্ন্যাসী-প্রবর!
বিদায় মাগিছে এবে ক্ষুদ্র কবিবর;
তব সহ এতকাল করিয়া ভ্রমণ
ক্ষমা মাগি, দোষ যদি পেয়েছে কখন;
থাক এই হিমাচলে থাক কিছু দিন,
চলিলাম দেশে ফিরে আমি বলহীন।
বঙ্গদেশবাসী আমি---অতি ক্ষীণবল,
থাকিলে তু,ষার-মাঝে হইব অচল।
যদি অবকাশ পুনঃ হইবে আমার,
অবশ্য তোমার সঙ্গ লইব আবার;
নতুবা এ নমস্কার জানিবে হে শেষ,
এইমাত্র নিবেদন জানিবে বিশেষ।।

সমাপ্ত